www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১২ জ্যৈষ্ঠ – ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ ঃ ২৭ মে – ২ জুন, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 31, 27 May - 2 June, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আইসিএসই, আইএসসির মার্কশিট, সার্টিফিকেট এবার থেকে হাতে দেওয়ার পাশাপাশি রাখা হবে ডিজি লকারে। পড়ুয়াদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটও থাকবে এই লকারে। যে কোনও সময় ডাউনলোড করা যাবে এগুলি। সিবিএসই বোর্ডের পড়ুয়ারা এই সুবিধা আগেই পেয়ে গিয়েছেন।

রবিবার : প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে ছোট থেকে

বড় সব ব্যবসায়ী নেমে পড়েছেন ভেজাল খাদ্য পরিবেশনে। ফল-মূল থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ, সর্বত্রই চলছে ভেজাল দেওয়া, রং মেশানো, নষ্ট খাবার বিক্রির হিড়িক। একমাত্র উদ্দেশ্য রোজগার।

সোমবার : কুপওয়ারার নওগ্রাম সেক্টরে অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয়

সেনার বাধার মুখে পড়ে জঙ্গিরা। ৩০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলে গুলির লড়াই। শহিদ হয়েছেন ৩ ভারতীয় জওয়ান। অবশ্য জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখে দিয়েছেন জওয়ানরা।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া এবং গুজরাতের খালি হওয়া

রাজ্যসভার আসনগুলিতে ভোট হওয়ার কথা ছিল ৮ জুন। শুরু হয়ে গিয়েছে প্রার্থী নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। স্থগিত হয়ে গেল সেই ভোট। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ততা।

বুধবার : ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টারে পপ কনসার্টে আইএস জঙ্গি হানা।

হঠাৎ বিকট শব্দ। হাসি-মজা-গান এক নিমেষে বদলে যায় কান্নার রোলে। প্রাণ গেল শিশু সহ ২২ জন মানুষের। জখম বহু।

বৃহস্পতিবার : আধার কার্ডের জন্য বয়সের প্রমাণপত্র আবশ্যিক

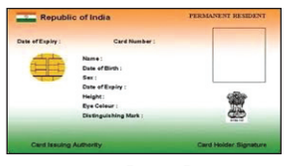

নয় বলে জানিয়ে দিল আধার কর্তৃপক্ষ। ভারতের বহু নাগরিকের বয়সের কোনও প্রমাণপত্র নেই। সেইজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আবেদনকারী নিজের বয়স সম্পর্কে যে তথ্য দেবেন তাই গ্রহণ করবেন কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার : বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি জেলাকে দামোদরের বন্যা

থেকে বাঁচাতে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ২৭৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কাজ শুরু হবে আগামী আর্থিক বর্ষ থেকে। মোট খরচের ৭০ শতাংশ দেখে বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গোষ্ঠী কোন্দলে খুনোখুনি বাড়বে

কুনাল মালিক

পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গোষ্ঠীকোন্দল তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে এই প্রবণতা আগের থেকে দ্বিগুণ হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি ইসমাইল পৈলানকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে।

সূত্রের খবর গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীরা শাসক তৃণমূলেরই অন্য গোষ্ঠীর লোকজন। গত ২২ মে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁতে মৃত ইসমাইল পৈলানের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁর পরিবারকে সান্ত্বনা দেন সেই সঙ্গে জেলার পুলিশ সুপারকে ডেকে নির্দেশ দেন দুষ্কৃতীরা যে দলেরই হোক রঙ বিচার না করে শাস্তি দিন।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

জেলার গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর থানার সামালী, রসপুঞ্জ, বনগাঁ এলাকায় এখনও উত্তেজনা আছে। এখানে জমির প্রমোটারিকে কেন্দ্র করে শাসক দলের অনুগামীরা আলাদা আলাদা লবিতে বিভক্ত। যে কোন সময় এখানে আরও প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

জেলা গোয়েন্দাসূত্রের খবর ভাঙরে গোষ্ঠী কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এক দলের নেতারা পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত। প্রতি দিনই কোনও না কোনও অশান্তি লেগেই আছে। পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট পাওয়াকে কেন্দ্র করে এখানে বিশাল গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে। এছাড়া মগরাহাট, ক্যানিং, বাসন্তী, ডায়মন্ডহারবার, কুলপি, পূজালি, বজবজ-১ এলাকায় শাসক দলের অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসছে মাঝে মধ্যেই। জেলা গোয়েন্দা সূত্রের আশঙ্কা এই সব এলাকায় বড় সংঘর্ষ কিংবা প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

এছাড়া অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাতেই তৃণমূল কংগ্রেস দলীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নেই। সিন্ডিকেট রাজ, কনট্রাকটারি, স্বজন পোষণ, টাকার বিনিময়ে চাকরিতে নিয়োগ নানা ধরনের অভিযোগে তৃণমূলের নেতারা জেরবার। কিন্তু কেউ নিজেকে দোষী ভাবতে নারাজ, পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলছে। জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পানীয় জলের হাহাকার চলছে। আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া বন্ধ থাকলেও, সূত্রের খবর টাকার বিনিময়ে অনেকেই রাতের অন্ধকারে জলের সংযোগ নিচ্ছে। আর একশ্রেণির মানুষ জল পাচ্ছে না। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্য যুব তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা 'দূরত্ব' তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় প্যারালাল সংগঠন করে নিজের মতো ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। আদি তৃণমূলের সঙ্গে নব্য তৃণমলীদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

সূত্রের খবর পঞ্চায়েত ভোটে টিকিটের দায়িত্ব থাকবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাই অভিষেকের কাছে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন বিভিন্ন ব্লকের তৃণমূল নেতারা। সূত্রের খবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৃণমূল স্তরে কোন নেতা কেমন প্রকৃতির তা জানতে নানা 'সোর্স'কে কাজে লাগাচ্ছেন।

ফেরিঘাটে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পারাপার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সম্প্রতি হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ার জেটি ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে নড়ে চড়ে বসে পরিবহন দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহন দফতরের আধিকারিকগণ জেটিগুলি ঘুরে দেখেন। কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেও কাজের কাজ যে

কতটা এগোবে, এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে যাত্রীমহলে। উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের ফেরিঘাটে প্রতিদিন প্রায় চার হাজারের বেশি যাত্রী পারাপার করেন। কিন্তু ঘাটের সিঁড়ি আর জেটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। তবু শ্যামনগর ফেরিঘাটের উপর প্রশাসনের নজর নেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ওপারেই হুগলির তেলেনিপাড়া। যেখানে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সামনেই বর্ষাকাল। তাই তেলেনিপাড়ার দুর্ঘটনায় প্রমাদ গুনছেন শ্যামনগরের যাত্রীরা। কারণ ভরা বর্ষায় খোলা জেটিতে ভিজতে হয়। ঘাট পর্যন্ত যাওয়ার কাঠের পাটাতনও ভেঙে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ঘোষপাড়া রোড ও শ্যামনগর স্টেশনের কাছে এই ঘাটটি হওয়ায় বহু লোকই এই ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করেন। ঘাটে নেই কোনও শৌচাগার বা পানীয় জলের ব্যবস্থা। যাত্রীদের অভিযোগ, এই ঘাট দিয়েই ছেলেমেয়েরা পড়তে যায়। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। বর্ষাকালে পিছল হয়ে যায় ঘাট। পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙার অভিজ্ঞতাও আছে এখানকার বাসিন্দাদের। এলাকার মানুষের দাবি, অবিলম্বে ঘাট সংস্কার করা হোক। এই ফেরিঘাটের ইজারাদার সুকমল চক্রবর্তী বলেন, আমরা জেটি সংস্কারের ব্যবস্থা করছি। কিছু কাজ হয়েছে। খুব শীঘ্রই ভাঙা অংশ সারানো হবে।' হুগলির তেলেনিপাড়ার নৌকাডুবিতে প্রাণহানি ঘটেছে, এখনও পর্যন্ত তাদের সবাইকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রশাসনিক উদাসীনতায় বেহাল কাঁকুড়িয়া সেতু

অরিন্দম রায়চৌধুরী : প্রায় চার দশক ধরে ভেঙে পড়ে আছে একটা সেতু। আর তাতেই ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে দুই চব্বিশ পরগনার মানুষ। সেতু থেকে পড়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুজনের। তবু সেতুটি সারানোর কোনও উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। ফলে নিজেরাই গার্ডওয়াল তুলে, রাতে আলো জ্বেলে দুর্ঘটনা এড়াতে চাইছেন আতঙ্কিত এলাকাবাসী। অবিলম্বে সেতুটি সারানোর দাবি জানিয়েছেন সকলেই। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকুড়িয়া গ্রামের সীমান্ত দিয়ে বসে গিয়েছে বিদ্যাধরী নদীর একটি খাল। এই খাল পারাপারের জন্য রয়েছে প্রায় ৪৫ ফুটের একটি সেতু। যা কাঁকুড়িয়া সেতু নামেই পরিচিত। সেতুর এপারে উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁকুড়িয়া, শালিপুর, সায়রের বাজার, ধনপোরা বাজার সহ রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। ওপারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড়, পাপাপোল, ঘটকপুকুর, কাশীপুর সহ স্কুল-পাঠশালা। দুপারের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পড়ুয়া সকলের পারাপারের মাধ্যমে

ভুগছে দুই পরগনা

এই কাঁকুড়িয়া সেতু। কিন্তু দীর্ঘকাল সেতুটি ভেঙে পড়ে থাকায় মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষকে মাত্র ৭ কিমি পথ পেরোতে ১৫ কিমি পথ ঘুরতে হচ্ছে। দুটি জেলার মানুষের অভিযোগ, প্রায় ৪০ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু সেতুটি সারানোর জন্যে বিভিন্ন দফতরে দরবার করেও কোনও ফল হয়নি। স্থানীয় মসজিদের ইমাম হাফেজ আমিরুল ইসলাম বলেন, 'কাঁকুড়িয়া সেতু দিয়ে দুটি জেলার সীমান্তের বাসিন্দারা খুব সহজে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে পারেন। কিন্তু বিগত চার দশক ধরে এটি ভেঙে পড়ে আছে। ভেঙে গিয়েছে লোহার রেলিংগুলি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফর্ম নিয়ে নাজেহাল পুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা প্রণয়নে পুরবাসীদের সুবিধার্থে কলকাতা পুরসংস্থার নবতম উদ্যোগ 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্স'। কিন্তু এজন্য পুরসভার পক্ষ থেকে যে ফর্ম তা নির্ভুলরূপে পূরণ করা বেশ দুরূহ কাজ। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ফর্মটি সহজবোধ্য। তবুও পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে যদি ফর্মটি পূরণে কোনও অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাসেসমেন্ট-কালেকশন দফতরে নির্দিষ্ট ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেখানে এতো ভিড় হচ্ছে যে ইন্সপেক্টর ব্যক্তির পক্ষে প্রতিজনকে একটি দু'টির বেশি বলা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এছাড়াও পুর কর্তৃপক্ষ ফর্মটি পূরণ করার সুবিধার্থে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একটি নিয়মাবলি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার বাংলা কপিগুলি তারাতলাস্থিত সাউথ-সুবার্বান ইউনিটের 'অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন ডিপার্টমেন্ট' সহ এমন বেশ কয়েকটি জায়গায় না এসে পৌঁছনোয় সম্প্রতি করদাতারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলস্বরূপ, ফর্মটি নির্ভুল রূপে পূরণ করে ৩১ মে-র মধ্যে জমা দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে করদাতাদের পক্ষে। এদিকে এ দায়িত্বে থাকা পুর কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়টি অজানাই রয়ে গিয়েছে।

লালবাজার অভিযানে যুদ্ধংদেহি বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের পূর্ব ঘোষণা মত ২৫ মে লালবাজার অভিযান যে ফাইনাল ম্যাচ অক্ষরে অক্ষরে তার প্রমাণ দিয়েছেন। তা নাহলে ২২ মে বামেদের নবান্ন অভিযানের ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে যাবার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮ ঘন্টার যে নীরবতা পালন করেছিলেন, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠকের পর মুখ খুলেই আন্দোলনকারী ও সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচার লাঠি দিয়ে পেটানোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সমস্ত ঘটনার জন্য কার্যত বিজেপিকে দায়ী করেলেন। আর বাম বিজেপির দু নম্বর আসন দখলের লড়াইতে কার্যত বিজেপিকে এগিয়ে রাখলেন। সেদিন যেটা ঘটেনি ২৫ তারিখে তা এই প্রতিবেদকের চাক্ষুষ দেখার সুযোগ ঘটেছিল। তা হোল লালবাজারের পুলিশ সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন দখল করে সাধারণ মেট্রো যাত্রীদের ওপর নির্বিচারে লাঠি চার্জ যা এই রাজ্যের ইতিহাসে বোধহয় কোনওদিন ঘটেনি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যেটা ২২ মে-র বামেদের আন্দোলনে দেখা যায়নি তা হল পুলিশের সাথে লুঙ্গিধারী কিছু

গ্রেফতার হওয়ার পর থানায় বিজেপি নেতারা। –নিজস্ব চিত্র

সমাজবিরোধীদের পুলিশের প্রছন্ন মদতে সোডার বোতল, ইট হয়তো বা বোমা নিয়ে বিজেপির মিছিলের ওপর আক্রমণ করতে। আশেপাশের বসবাসকারীদের বাড়ির ছাদ থেকে ইট পর্যন্ত ছুঁড়তে দেখা গেছে।কিন্তু লালবাজারের অভিযানের শুরুটা এইরকম হওয়ার কথা ছিল না। ৬ নম্বর মুরলীধর লেনে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে ম্যারাপ বেঁধে এবং ফ্যানসহ বসার ব্যবস্থা ছিল যেখানে কোচবিহার জেলা,উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত, কালনা, কাটোয়া, বীরভূম কল্যাণী থেকে ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবকদের ও মহিলাদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি।

এরপর বিজেপির লালবাজার অভিযানের মিছিল রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসুর নেতৃত্বে কলেজ স্কোয়ার হয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে যেতে দেখা গেল। এই অঞ্চলের মানুষের কোন দিন বিজেপির এত বড় মিছিল দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। প্রথমদিকে কলেজ স্কোয়ার থেকে পুলিশ মিছিল এগিয়ে যাবার বিষয়ে সহযোগিতা করছিল। মুহুর্মুহু 'জয় শ্রীরাম' ভারতমাতা কি জয়' আর চোখা চোখা তৃণমূল দল নিয়ে শ্লোগান দেওয়া চলছিল। তার পর অন্য আরো দিক থেকে আসা মিছিলে দেখা গেল রাহুল সিনহা, দিলীপ ঘোষ, কৈলাশ বিজয়বর্গীয় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ, যাদের গুরুতর আহত হওয়ার দৃশ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

যুগলবন্দী

সালটা ২০০৭। রাজ্যে তখন ২৩৫-এর শাসন। ঘোর বাম আমল। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে পক্ককেশ বাম বুদ্ধিজীবী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কলকাতায় ধুন্ধুমার। সৌজন্যে মুসলিম জনতা। দাবি 'ইসলাম বিরোধী' লেখিকা তসলিমার বই নিষিদ্ধ করতে হবে। তাড়াতে হবে তসলিমাকে। কলকাতার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী- থেকে রাজ্য সরকার সকলেই বোবা, কালা, অন্ধ। শাসক দলের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি আর বুদ্ধিজীবী-সমাজকর্মীদের প্রাণের ভয় সত্যি সত্যি তাড়িয়ে ছাড়ল লেখিকাকে। দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় বিদায় নিলেন তসলিমা। তাঁর বইও বিদায় হল বাজার থেকে। 'সেকুলার' বাম রাজনীতিকরা তখন ধর্ম রাজনীতির ক্রিম চেটে পুটে খাচ্ছেন। সব থেকে আশ্চর্য করল বাংলার সংবাদ মাধ্যম। সকলেই স্পিকটি নট। শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে দায় সারল। আলিপুর বার্তা চিরকালই ভয়হীন নাছোড়। কলম ধরলেন সাংবাদিক গুহ। প্রতিবাদ জানালেন ঘটনার।

২৫ আগস্ট ২০০৭ শনিবার আলিপুর বার্তা প্রকাশিত হতেই শুরু হয়ে গেল পুলিশের মাথাব্যাথা। সাংবাদিক গুহের হদিশ পেতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন গোয়েন্দারা। আলিপুর বার্তার চেতলা ও বিষ্ণুপুর অফিসে ঘোরাঘুরি শুরু হল। আলিপুর গোপালনগরের মোড়ে পাকড়াও সাংবাদিক গুহ। পুলিশি পাহারায় গৃহবন্দী করে দেওয়া হল তাকে। পুলিশ পাহারা বসে গেল চেতলা ও বিষ্ণুপুরে। সাংবাদিক গুহ পুলিশের জেরার মুখে নাজেহাল। তাঁর জীবনের নাড়ি নক্ষত্র টেনে বের করে আনতে চান গোয়েন্দারা। ব্যাপারটা কি? কয়েকঘন্টার মধ্যে বোঝা গেল এত তৎপরতার কারণ। শনিবার আলিপুর বার্তা প্রকাশিত হওয়ার পরেই দিল্লি ও কলকাতা থেকে একযোগে প্রকাশিত এক উর্দু দৈনিকের প্রথম পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে আলিপুর বার্তার তসলিমা প্রীতি ও ইসলাম বিদ্বেষের কথা। তাই মুসলিম সমাজ নাকি জিহাদ করতে চায় আলিপুর বার্তার বিরুদ্ধে। এমনকি এ নিয়ে নাকি টিপু সুলতান মসজিদে এক সভাও সংগঠিত হয়েছে ইতিমধ্যে। গোয়েন্দাদের কাছে খবর আলিপুর বার্তার দফতরে বড়সড় হামলা হতে পারে। তাই কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ এত তৎপর। সেবার বেঁচে যায় আলিপুর বার্তা। পরে ইমাম বরকতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সাংবাদিক গুহকে মসজিদে আহ্বান জানান সঠিক কোরান শেখার জন্য। পরে অবশ্য সম্ভব হয়নি সে সাক্ষাৎ।

১০ বছর আগের এই ঘটনার কথা টেনে আনা বরকতির বর্তমান জিহাদ প্রসঙ্গে। তার গাড়ির থেকে লালবাতি খোলার সামান্য কারণে তিনি যে বিষোদ্গার করছেন তা সত্যিই যে কোনও ভারতীয়কে শিহরিত করে তুলবে। ভারতে তিনি পাকিস্তানের জন্য জিহাদ করবেন এ কথাও জানাতে ভোলেননি বরকতি। বলেছেন সে জিহাদে সব শেষ হয়ে যাবে। প্রশ্ন তুলেছেন কেন আর একটা পাকিস্তান হবে না? ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি জিহাদি প্রাণ রাজ্যের রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বসে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন। শিক্ষার আদর্শ বলে, গুরু তাঁর ভাবধারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। বরকতির ক্ষেত্রে যদি তা সত্যি হয় তাহলে অবিলম্বে সাবধান হওয়া জরুরি। শুধু তফাৎ একটাই। সরকার, বুদ্ধিজীবীরা বরকতির বিরোধিতা না করলেও গর্জে উঠেছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম সমাজ। দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম আবদুল বুখারি বলেছেন, 'বরকতির ইমাম হওয়ার কোনও যোগ্যতাই নেই।' এমনকি টিপু সুলতান মসজিদ কর্তৃপক্ষও বরকতির আচরণে ক্ষুব্ধ। তাঁরা জানিয়েছেন বরকতিকে ইমাম থেকে বহিষ্কার করা হলেও তিনি গায়ের জোরে মসজিদ দখল করে রেখেছেন। রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি তো সাংবাদিক সম্মেলন করে বরকতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এতকিছুর পরেও রাজ্যের সরকার বরকতির বিরুদ্ধে বাম আমলের নীরবতাই বজায় রেখেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে ভবিষ্যতে এর মাশুল গুনতে হতে পারে।

কট্টর ইসলামপন্থীদের মনের কথা যখন গঙ্গাপ্রবাহের শেষপ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে বসে জানাচ্ছেন বরকতি তখন গঙ্গার উৎসমুখ কাশ্মীর প্রদেশে ইসলামের 'আসল' কথা জানাচ্ছেন বুরহান ওয়ানির উত্তরসুরী জাকির মুসা। তিনি হুরিয়ত নেতাদের হুমকি দিয়ে বলেছেন তাদের লড়াই আসলে ইসলামি রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার লড়াই। এটা মোটেই রাজনৈতিক লড়াই নয়। যারা একে খিলাফতের লড়াই বলে না মানবে তাদের গলা কেটে হত্যা করা হবে। মোদ্দা কথা হল ভারতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কাশ্মীর যার প্রথম পদক্ষেপ। হিজবুল নেতারা মুসার মুখ থেকে মনের কথাটা বেরিয়ে পড়ায় মুখ লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পড়ে গিয়েছেন দোটানায়। না পারছেন জাকির মুসাকে ত্যাগ করতে, না পারছেন সরাসরি মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে। হিজবুল নেতারা তাদের বিপদ কিভাবে সামলাবেন তা তাদের মাথাব্যথা। কিন্তু বরকতি-মুসা যুগলবন্দী পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে ভারতের জেহাদি মুসলিমদের আসল উদ্দেশ্য কি, কেন তারা কাশ্মীরে পাথর ছুঁড়ছেন।

এখন প্রশ্ন, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ কি ভারত থেকে জেহাদিদের মূল উপড়ে ফেলতে পারবে? কড়া পাহারা, দিনের পর দিন কারফিউ, পাকিস্তানকে কড়া বার্তা, সার্জিকাল স্ট্রাইক যদি পরিস্থিতি বদলাতে সক্ষম হত তাহলে ধারাবাহিক অশান্তিতে ভুগতো না ভূস্বর্গ। কমা তো দূরের কথা বরং জেহাদি মানসিকতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে। এর কারণ রাজনৈতিক দ্বিচারিতা। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা কিছুতেই সমস্যার মূলে গিয়ে সোজা কথাটা সোজা করে বলছেন না। জেহাদিদের আসল উদ্দেশ্য কি তা দেশের মানুষের সামনে আনছেন না মুসলিম ভোট কমে যাওয়ার আশঙ্কায়। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা জেহাদিদের ভারত থেকে উৎখাত করলে এদেশের মুসলিম জনগণ বিরূপ হবে। অর্থাৎ তারা ভাবেন সাধারণ মুসলিমরা জেহাদিদের সমর্থন করেন। কিন্তু এই তথ্য কি সঠিক? উত্তর দিতে হবে এদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম জনগণকে। তাদের নামতে হবে জেহাদিদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে। রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা পাল্টাতে হবে তাদেরই। এটা যে সম্ভব তা দেখিয়েছেন ভারতের মুসলিম নারীরা। তিন তালাকের মতো নারী অবমাননাকর প্রথা বিলোপের জন্য মুসলিম নারীরাই পথে নেমে সোচ্চার হয়েছেন। কোনও সরকার বা বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্ভর করেন নি। বিচারকের দ্বারস্থ হয়েছেন সুবিচারের আশায়। আর দেরি নয়। এই উদাহরণকে সামনে রেখে ভারত বিরোধী জেহাদ নিপাত যাক বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকলকে। ধর্ম যেখানে বাধা হয়ে উঠবে না।

চুপ আভি কারেকশন চল রাহা হ্যায় ১০ হাজারের পিকচার এখনও বাকি

পার্থসারথি গুহ

গত সপ্তাহতেই ইঙ্গিত ছিল ভারতের শেয়ার বাজার এবার ফন্দি–ফিকির খুঁজছে একটা জম্পেশ কারেকশনের। আর হবে নাই বা কেন? জানুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময় থেকে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। এর মধ্যে গত ৪ মাস নিফটি ও সেনসেক্সের মুখ শুধুই ছিল উর্দ্ধমুখী। সেই বাজারে একটু কারেকশন বা সংশোধনী না হলে যাবতীয় শেয়ার জ্ঞান, সূচক সম্পর্কিত ব্যাকরণ পুরো ফেল মেরে যাবে। তবে বাজার যে তক্কে তক্কে আছে নিচে আসার তার আভাস দিচ্ছিল কিছুদিন আগের মেটাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বড়সড় কারেকশন এসে যাওয়ায়। মিড ক্যাপেও কিছু কিছু শেয়ার বেশ ভালো পড়তে শুরু করেছিল। অথচ লার্জ ক্যাপ অর্থাৎ বড় মাপের শেয়ারের দাম ওপরে থাকায় বাজার কিছুতেই পড়ছিল না। সেই লার্জ ক্যাপের দড়িতে যেই টান পড়ল, তৎক্ষণাৎ নিফটি মহারাজ একেবারে খানখান। ক্লিয়ারিং সপ্তাহের শেষ লগ্নে এসে অর্থ বাজারের এই সংশোধনী প্রত্যাশিত হলেও কিছু শেয়ারের দাম যে হারে পড়ল তা ঘাবড়ে দিয়েছে অনেক অভিজ্ঞ ট্রেডারকেও।

পাশাপাশি ওষুধ সেক্টরের খারাপ সময় যে এখনও বেশ ভালোমতো চলছে তাও পরিস্কার হয়ে গেল এই কারেকশন পর্ব চলার সময়। নামিদামি বহু ফার্মা কোম্পানির শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নিচে চলে এসে। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প বনাম হিলারি ক্লিন্টনের ভোটযুদ্ধ চলার সময় শোনা যাচ্ছিল হিলারি ক্ষমতায় এলে ভারতের আইটি সেক্টর ভালো করবে, সমস্যায় পড়তে পারে ফার্মা। আবার ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হলে আইটির সর্বনাশ আর ফার্মার পৌষমাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। বাস্তবে দেখা গেল ঘটছে ঠিক উল্টোটাই। ট্রাম্প ভীতিতে শুধু তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা নয়, ওষুধ সেক্টরও থরহরি কম্পমান। মোটের ওপর এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে যেসব ভারতীয় ফার্মা ও আইটি সংস্থাগুলি রীতিমতো ছড়ি ঘোরাচ্ছিল তাদের এখন ঘোর দুর্যোগ।

এর মধ্যেই ধুপ করে ভারতের বাজারে শুরু হয়েছে বহু প্রত্যাশিত কারেকশন। যথারীতি ওষুধ–তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রায় সব সেক্টরেই প্রাইজ কারেকশন চলছে জোরকদমে। এমনিতে ভারতের বাজার এখন চরম বুল রানের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। গত দু মাসের বেশি সময় ধরে (উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে বিজেপির বিশাল জয়ের পর) ভারতীয় নিফটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ৯ হাজারের ওপর। যা ভাঙা এখনকার প্রেক্ষিতে খুব কঠিন

অর্থনীতি

বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। তবে কারেকশনের পাকেচক্রে এমন হতে পারে ৯ হাজারের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশের সংশোধনী বাজারকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে। কিছু বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলছেন মে মাসের রোলওভার নিচে করার জন্য এই ছদ্ম কারেকশনে মেতেছে ভারতের বাজার। ছদ্ম হলেও এতে যেমন কারেকশনের প্রত্যাশা মিটবে ঠিক তেমনই জুন সিরিজ থেকে আবারও তেড়েফুঁড়ে বাড়তে শুরু করবে নিফটি–সেনসেক্স।

অনেক কিছু রসদ নিয়ে ২০১৭ এর ইনিংস শুরু হয়েছে। যার মধ্যে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হতে চলল। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের বাৎসরিক ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক। কারেকশনের পালা শেষ করে বাজার ফের ছন্দ ফিরে পেতে জুন মাসের মাঝামাঝি সময় গড়াতে পারে বলে ধারনা একদল বিশেষজ্ঞের। তখন হয়তো ১০ হাজারকে সামনে রেখেই এগোবে নিফটি। অত সহজে ১০ হাজারের গণ্ডি নাও অতিক্রম করতে পারে সূচক। হতে পারে সেখানে বুল ও বেয়ারদের মধ্যে ফের একপ্রস্থ খন্ডযুদ্ধ বাঁধল। এই গাঁট পেরতে পারলে 'আকাশচুম্বী' হয়ে উঠবে প্রত্যাশা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ মে – ২ জুন, ২০১৭

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

দেশ জুড়ে ৪১টি অস্ত্র কারখানায় ৫১৮৬ গ্রুপ–সি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫,১৮৬ জন সেমি –স্কিল্ড গ্রুপ 'সি' কর্মী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ–সহ দেশের ৪১টি অর্ডন্যান্স ও অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি। নিয়োগ হবে আইটিআইয়ের বিভিন্ন ট্রেড থেকে। তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ হবে কাশীপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি, ইছাপুরের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি, দমদমের অস্ত্র কারখানা এবং ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। প্রার্থী বাছাই করবে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড। নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে নাগপুরের অম্বাঝারি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি রিক্রুটমেন্ট সেন্টার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এনসিভিটি স্বীকৃত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট।

বয়স : অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ অনুসারে ১৮ থেকে ৩২ বচরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন : পে স্কেল লেভেল ওয়ান–এ নিয়োগ হবে। শুরুতে মাইনে ১৮,০০০ টাকা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে বিভিন্ন ভাতা পাওয়া যাবে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

২৭ মে থেকে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ এখনও ঘোষিত হয়নি। এই নিয়োগের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ২৭ মে থেকে এই নিয়োগ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.ofb.gov.in

নিয়োগ হবে এই অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলিতে : (১) অ্যামিউনিশন ফ্যাক্টরি, খাড়কি। (২) কর্ডাইট ফ্যাক্টরি, আরুভানকাডু। (৩) ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি, অবধি। (৪) ফিল্ড গান ফ্যাক্টরি, কানপুর। (৫) গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরি, জব্বলপুর। (৬) গ্রে আয়রন ফাউন্ড্রি, জব্বলপুর। (৭) গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি, কাশীপুর। (৮) হেভি অ্যালয় পেনিট্রেটর প্রোজেক্ট, তিরুচিরাপল্লি। (৯) হাই এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরি, মহারাষ্ট্র। (১০) হেভি ভেহিক্যাল ফ্যাক্টরি, অবধি। (১১) মেশিন টুল প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথ। (১২) মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি, ইছাপুর। (১৩) অর্ডন্যান্স ক্লোদিং, ফ্যাক্টরি, অবধি। (১৪) অর্ডন্যান্স কেবল ফ্যাক্টরি, চন্ডিগড়। (১৫) অর্ডন্যান্স ক্লোদিং ফ্যাক্টরি, শাহজাহানপুর। (১৬) অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি, কানপুর। (১৭) অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি, হজরতপুর। (১৮) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, অম্বরনাথ। (১৯) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, অম্বঝারি, নাগপুর। (২০) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভান্ডারা। (২১) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভুসওয়াল। (২২) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, বোলাঙ্গির। (২৩) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, কানপুর। (২৪) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, চন্দ্রপুর। (২৫) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, দমদম। (২৬) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, দেহু রোড, পুনে। (২৭) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, দেরাদুন। (২৮) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ইতার্সি। (২৯) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, খামারিয়া, জব্বলপুর। (৩০) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, কাটনি। (৩১) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, মুরাদনগর। (৩২) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি প্রোজেক্ট, নালন্দা। (৩৩) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি প্রোজেক্ট, কোরওয়া। (৩৪) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি প্রোজেক্ট, মেডক। (৩৫) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, তিরুচিরাপল্লি। (৩৬) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, ভরানগাঁও। (৩৭) অপ্টো ইলেক্ট্রনিক ফ্যাক্টরি, দেরাদুন। (৩৮) অর্ডন্যান্স প্যারাশুট ফ্যাক্টরি, কানপুর। (৩৯) রাইফেল ফ্যাক্টরি, ইছাপুর। (৪০) স্মল আর্মস ফ্যাক্টরি, কানপুর। (৪১) ভেহিক্যাল ফ্যাক্টরি, জব্বলপুর।

বাঁকুড়ায় ৭০০ গ্রামীণ সম্পদ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলায় ৭০০ জন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী নিয়োগ করবে জেলার ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল অডিট ইউনিট। নিয়োগ হবে বাঁকুড়া–১, বাঁকুড়া–২, বড়জোড়া, হিড়বাঁধ, ইন্দপুর, সোনমুখী, শালতোড়া, সারেঙ্গা এবং ইন্দাস ব্লকে। প্রার্থীকে অবশ্যই উপরোক্ত নির্দিষ্ট ব্লকের কোনও গ্রামপঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মী বা কোনও সরকারি প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আবেদন করবেন না। প্রার্থী যে ব্লকের বাসিন্দা, কেবল সেই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই আবেদন করবেন।

আসন্ন সামাজিক নিরীক্ষার কাজে ১৫ দিনের জন্য এই নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 227/DASU/Bank-2017.

ব্লক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : বাঁকুড়া–১ : ৬০টি। বাঁকুড়া–২ : ৭০টি। বড়জোড়া : ১১০টি। হিরবাঁধ : ৫০টি। ইন্দপুর : ৭০টি। সোনামুখী : ১০০টি। শালতোড়া : ৮০টি। সারেঙ্গা : ৬০টি। ইন্দাস : ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথম গ্রেড উত্তীর্ণ সেল্ফ–হেল্প গ্রুপের সদস্য বা সদস্যা হতে হবে। এর পাশাপাশি প্রার্থী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যকে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের (এমজিএনআরইজিএস) অন্তর্গত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করে থাকতে হবে।

বয়স : কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, সেল্ফ–হেল্প গ্রুপে কাজ করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে।

কাজের খবর

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে :

www.bankura.gov.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা আবেদনপত্র যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে সরাসরি গিয়ে নীচের ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট ব্লকের জন্য রাখা ড্রপবক্সে ফেলে আসতে হবে।

ঠিকানা : District Social Audit Unit, Office of the District Magistrate, Collectorate Compound, Bankura, Pin 722101. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ জুন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- প্রার্থীর দু'কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোগুলি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
- বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- ১০০ দিনের জবকার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রাম প্রধানের দেওয়া সার্টিফিকেট।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে নাম নথিভুক্ত থাকলে তার উপযুক্ত প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা এবং ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

কোর্স : কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সেন্টার ফর কাউন্সেলিং সার্ভিসেস অ্যান্ড স্টাডিজ ইন সেল্ফ–ডেভেলপমেন্ট। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে। কোর্সের বিবরণ : পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স অন কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট : আসনসংখ্যা : ৩০টি। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। কোর্স ফি ৩০,০০০ টাকা। ক্লাসের সময় সোম, মঙ্গল এবং শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ১১ জুন, বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ১৮ জুন। ইন্টারভিউ ১৯ ও ২০ জুন। আবেদনের ফর্ম নগদ ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফর্মেশন কাউন্টার থেকে (সোম থেকে শুক্রবার, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো এবং দুপুর ২টো ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে)। ৬ জুনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সেন্টার ফর কাউন্সেলিং সার্ভিসেস অ্যান্ড স্টাডিজ ইন সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট, দর্শন ভবন, সেকেন্ড ফ্লোর, ১৮৮, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা–৭০০ ০৩২। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.jaduniv.edu.in

জার্নালিজম এমএ কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাল্ট কন্টিনিউয়িং এডুকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগ। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। কোর্স শুরু হবে জুলাইয়ে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ অনার্স। অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, দৈহিক প্রতিবন্ধী, দক্ষ খেলোয়াড় এবং ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। কোর্স ফি ৬০,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে, পরীক্ষা ১৯ জুন, দুপুর ২টো থেকে। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ৪ জুলাই। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.jaduniv.edu.in ফি বাবদ দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি "Jadavpur University" –এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকে ৯ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Department of Adult Continuing Education & Extension (DACEE), Jadavpur University, 188, Raja S. C. Mallick Road, Kolkata-700 032. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৩১

■	১	■	২				৩
■	৪			■	■	■	
■	■	■	৫		■	৬	
■	৭			■	■		■
■		■	■	৮			■
৯		■	১০		■	■	■
	■	■	■	১১		১২	■
১৩					■		■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। অধীনতা স্বীকার করা ৪। শ্রীক্ষেত্র ৫। জাঁকজমক, সমারোহ ৬। দীপ্তি ৭। তীক্ষ্ণ ও গভীর বুদ্ধি ৮। অতিশয় ক্লিষ্ট ৯। বর্তমান কাল ১০। কটু রস ১১। ভাইয়ের মেয়ে ১৩। রাজপুত রমণীদের মৃত্যুবরণের ব্রত।

উপর–নীচ

১। মুসলমান মহিলা ২। পরিস্কৃত ও পরিমার্জিত ৩। অপসারণ ৬। ধাতু, পাথর ইত্যাদি দিয়ে মূর্তিনির্মাণকারী শিল্পী ৭। বুঝতে গেলে যা দরকার ৮। (আল.) অতি সহজ ব্যাপার ৯। রেশ, আভাস ১২। যে স্থানের 'বন্দি'–তে মহানায়ক দ্বৈত ভূমিকায়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩০

পাশাপাশি : ২। সাম্প্রদায়িকতা ৫। রবি ৭। চেকনাই ৯। কিরাত ১০। নষ্ট ১১। ফাঁকি ১২। বাতাসা ১৩। নিরাপদ ১৫। ফতে ১৯। যেমন তেমন।

উপর–নীচ : ১। কুমির ২। সারা ৩। দাপক ৪। তাহে ৬। বিকিকিনি ৭। চেত ৮। ইনসাফ ১২। বাদ ১৪। পলতে ১৬। তেভাগা ১৭। যে যে ১৮। কান।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

শিশুশিক্ষাকেন্দ্র বাঁচাতে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার কালুহা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোল্লাডাঙা গ্রামের একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র বাচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলো পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ২০০০ সালে এক গ্রামবাসীর গৃহে চালু হয় রামপুরহাট–২ নং ব্লকের এই স্কুলটি। পরে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়া সংখ্যা ২৫ জন। ২ জন শিক্ষক। ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের নির্দেশ এসেছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। তাতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক গ্রামবাসী সকলের। বন্ধ না করে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি খুলে রাখার দাবি জানিয়েছেন আরসিপিআই বীরভূম জেলা সম্পাদক কামাল হাসান। এর আগে গত মাসে কম ছাত্র ছাত্রীর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদারহাটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটিকে।

খোলা আকাশের নীচে চলছে বালিকা বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি : সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নীচে চলছে বীরভূম জেলার একটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়। খোলা মাঠে গাছের নিচে চলছে পঠনপাঠন।

বীরভূম জেলার নলহাটি পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের করিমপুর জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের ঘটনা। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ১৯ শতক দান করা জায়গায় ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার নলহাটি পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের করিমপুর জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। সর্বশিক্ষা মিশনের পাওয়া টাকায় একটি ভবন তৈরি হয়। মিড–ডে–মিল রান্নার জন্য রান্নাঘর তৈরি হয়।

বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ৮৫ জন। তিনজন অতিথি শিক্ষক রয়েছে। প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ সাহু। স্কুল আছে কিন্তু ক্লাসঘর নেই। খোলা মাঠে গাছের নিচে পুকুরপাড়ের ধারেই চলছে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। বেশি রোদ বা বৃষ্টি হলে তাড়াতাড়ি বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দিতে হয়।

সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের ভরসা দিচ্ছেন খড়গপুরের ইঞ্জিনিয়ার

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে প্রায়শই প্রাণহানি ঘটে মৎস্যজীবীদের। এমনকি সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে চিরাচরিত কাঠের ট্রলার উল্টে আবার নিখোঁজ হয়ে যায় অনেক মৎস্যজীবী। পরে অনেকের দেহ উদ্ধার হলেও অনেকের দেহের কোনও হদিশ মেলে না। অনেক সময় আবার মৎস্যজীবীরা ফিরে এলেও ট্রলার ডুবে গিয়ে তলিয়ে যায় গভীর সমুদ্রে। তবুও সবকিছু ভুলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেটের তাগিদে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হয় মৎস্যজীবীদের। এমনকি দুর্ঘটনার কথা ভেবে সব সময় আতঙ্কিত থাকেন ট্রলার মালিকেরাও। তাই মৎস্যজীবী থেকে ট্রলার মালিকদের পাশে দাঁড়িয়ে ভরসা জোগালেন খড়্গপুরের আইআইটির প্রাক্তনী তথা ইঞ্জিনিয়ার গৌতম রায়। মৎস্যজীবী ও ট্রলার মালিকদের আতঙ্কের কথা মাথায় রেখে চিরাচরিত কাঠের পরিবর্তে এবার লোহা দিয়ে তৈরি করেছেন সামুদ্রিক ট্রলার। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে উল্টে গিয়ে আর সমুদ্রে ডুববে না অত্যাধুনিক মানের এই ট্রলার। ফলে দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলবে বলে আশাবাদী মৎস্যজীবী সংগঠনের কর্মকর্তারা। পেশায় ন্যাভাল আর্কিটেকচার গৌতমবাবুর হাতে তৈরি লোহার সেই ট্রলার পরীক্ষামূলকভাবে নামখানার কাছে বঙ্গোপসাগরে ভাসানো হয়েছিল। সেই ট্রলারে কাকদ্বীপের ট্রলার মালিকদের একাংশ ও বহু মৎস্যজীবী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মৎস্যজীবী সংগঠনের কর্মকর্তারাও। ফলে আগামী দিনে এই লোহার ট্রলার এ রাজ্যের মৎস্যজীবীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হবে বলে আশাবাদী মৎস্যজীবী সংগঠনের কর্মকর্তারা। তবে একাংশ মৎস্যজীবীদের দাবি, কাঠের ট্রলারের থেকে এই লোহার তৈরি ট্রলার অনেক নিরাপদ। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'পরীক্ষামূলক ভাবে চালানোর সময় উপস্থিত

থেকে আমার মনে হয়েছে কাঠের ট্রলারের চাইতে এই লোহার ট্রলারে জ্বালানী তেল অনেক সাশ্রয় হবে। আশা করছি মৎস্যজীবীরা আগের চাইতে অনেক নিরাপদে থাকবে। যে কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লে এই ট্রলার মৎস্যজীবীদের বিপদমুক্ত করতে পারবে বলে আশাবাদী।'

মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, সাধারণ কাঠের ট্রলার তৈরি করতে গেলে খরচ পড়ত প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই লোহার ট্রলার তৈরি করতে গেলে খরচ পড়বে প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি। তবে লোহার ট্রলার তৈরির ক্ষেত্রে খরচ বেশি পড়লেও জ্বালানী তেল সাশ্রয়ের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অল্প খরচ বেশি পড়লেও জ্বালানী তেল সাশ্রয়ের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অল্প খরচ হবে বলে দাবি কারিগর গৌতম রায়ের। এছাড়াও নতুন এই ট্রলারে বরফ সংরক্ষণের আলাদা জায়গার ব্যবস্থা থাকছে। ফলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পর সেই মাছ সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন মৎস্যজীবীরা। আগে দীর্ঘদিন ধরে জাহাজের ডিজাইন তৈরি করেছেন গৌতমবাবু। তখন থেকে এ রাজ্যের মৎস্যজীবীদের দুঃখ–দুর্দশার কথা ভেবে কিছু একটা করার পরিকল্পনা করেন তিনি। তারপর থেকেই নিজের গবেষণাগারে অত্যাধুনিক মানের লোহার তৈরি ট্রলারের ডিজাইনের কাজ শুরু করেন তিনি। এই ট্রলার তৈরির আগে বেশ কিছুদিন কেরলের কোচিতে গিয়েছিলেন তিনি। কারণ, তিনি জানতেন কোচিতেও লোহার তৈরি ট্রলার চলে। সেখানকার ট্রলার দেখে আসার পর ডিজাইন করতে আরও সুবিধা হয় তাঁর। তবে নতুন এই ট্রলারের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ১৭ মিটার। যা কাঠের ট্রলারের তুলনায় বেশ কিছুটা লম্বা। গৌতমবাবু বলেন 'সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা মাথায় রেখে ট্রলারটি তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ট্রলারটি চালানোর পর কি কি সংযোজন বা পরিবর্তন প্রয়োজন তা মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি। কাঠের ট্রলারের চাইতে ৩০ শতাংশ জ্বালানী কম লাগবে। বিপদের ঝুঁকি নেই। রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম।'

বীরভূম ও হাওড়াতেও অস্ত্র কারখানার হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গত বাম সরকার এবং বর্তমানে তৃণমূল সরকার সকলেই শিল্পের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। বড় শিল্প না হোক গত কয়েক মাসে পুলিশি অভিযানে এটা প্রমাণিত যে বেআইনি অস্ত্র কারখানা এ রাজ্যে কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জেলার পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হচ্ছে বেআইনি অস্ত্র এবং তা অবাধে সরবরাহ হচ্ছে দুষ্কৃতীদের কাছে।

তেমনই এক বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ মিললো বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার বনপাতরা গ্রামে। পলাতক অভিযুক্ত। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার পাচঁড়া পঞ্চায়েতের বনপাতরা গ্রামে ছোটো কামারশাল চালাতো ভেঁপু খান নামে এক ব্যক্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ কামারশালের আড়ালে সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হতো। গত ২২ এপ্রিল প্রচুর বিস্ফোরক সমেত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় কাজি আমির। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বনপাতরা গ্রামের বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিস পায় পুলিশ। কাজি আমির ভেঁপু খানের মেয়ের জামাই। ১৭ মে বনপাতরা গ্রামে গিয়ে পুলিশ বেশ কিছু অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে। পাইপগান তৈরির লোহার নল, ড্রিল, কারবাইন মেশিন তৈরির লোহার জিনিসপত্র, একটি লেদ মেশিন উদ্ধার হয়। পালিয়ে গিয়েছে অভিযুক্ত ভেঁপু খান।

পিছিয়ে নেই হাওড়াও। গত সোমবার রাতে হাওড়া টিকিয়াপাড়ায় বেআইনিভাবে অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে হাওড়া থানার পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেন এবং উদ্ধার করেন প্রায় ৩০টি পিস্তল, এছাড়া বেআইনিভাবে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও আটক করে টিকিয়াপাড়া থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই অঞ্চলে বেআইনি অস্ত্র তৈরি হয়ে আসছিল বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। আর সেই খবরের সূত্র ধরেই পুলিশ সেই বাড়িতে হানা দিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেন বলে জানা যায়। এই অভিযানে হাওড়া ছাড়াও কলকাতা পুলিশও যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে বলে খবরে প্রকাশ। অন্যদিকে হাওড়া উলুবেড়িয়া থানার জগদীশপুরে গত ৯ মে থেকে একটি হনুমানের উৎপাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ ওই অঞ্চলের মানুষজনেরা। এখনও পর্যন্ত প্রায় সাত জন ব্যক্তি হনুমানের কামড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা যায়। আজ হুগলির উত্তরপাড়ায় একটি ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত এক ব্যক্তি। ট্রেলারটি উত্তরপাড়ার দিক থেকে শ্রীরামপুরের দিকে যাচ্ছিল বলে যানা যায়। এই ঘটনায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ট্রেলারের চালক এবং খালাসিকে গ্রেফতার করে থেকে উদ্ধার করে বলে জানা যায়।

নাবালিকার বিয়ে বাড়ছে, তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: গত ১৯ মে রাতে এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে কোস্টাল থানার ছোট মোল্লাখালি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে তরুণ মন্ডল নামে এক যুবককে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শিবপদ মন্ডলের ছেলে পেশায় কৃষক তরুণ মন্ডলের সঙ্গে প্রতিবেশী অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নাবালিকা মেয়ের বিয়ের ঠিক হয় এদিন। খবর ছড়িয়ে পড়তে নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দিগম্বরপুর অঙ্গীকার চাইল্ড লাইন সদস্য বান্টি মুখোপাধ্যায়, বিডিও তাপস কুন্ডু, কোস্টাল থানার পুলিশ বাহিনী, ডি ডব্লু ও প্রমুখ। তারা গিয়ে নাবালিকা মেয়েটির বাবা মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং ছেলে ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করে। নাবালিকা বিয়ে আইনত অপরাধ। ছেলে ও তার পরিবারের সদস্যরা কর্ণপাত না করায় পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে আসে। সেখানেও বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা তাদের অনেকক্ষণ ধরে এ বিষয়ে বোঝায়। তারা কোনও কিছু মানতে না চাইলে পুলিশ বর তরুণ মন্ডলকে গ্রেফতার করে এবং নাবালিকা বর্তমানে হোমে।

সুন্দরবন এলাকার গোসাবাতেই যে শুধু এই ঘটনা ঘটছে তাই নয়। অন্যান্য জেলাতেও মানুষ যে এখনও মধ্যযুগে পড়ে রয়েছে তা প্রমাণ করছে বীরভূমও। এই জেলার মহকুমা শহর রামপুরহাট। সেই রামপুরহাট পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডে এক নাবালিকার বিয়ে রুখল চাইল্ড লাইন ও রামপুরহাট –১ নং ব্লকের বিডিও। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পরেও বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর, খয়রাশোল সহ বিভিন্ন ব্লকের গ্রামে বাড়ছে নাবালিকা বিবাহ। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, রামপুরহাট পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর বিয়ে ঠিক হয় মহম্মদবাজারের রাইপুর গ্রামে। ৮ মে তারাপীঠ মন্দিরে বিয়ে হওয়ার

নিজের বেআইনি বিয়ে ভেঙে নজির গড়ল ডলি (মাঝখানে)

কথা ছিলো। সেই খবর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পেরে বীরভূম জেলা চাইল্ড লাইনের সদস্যরা এবং রামপুরহাট –১ নং ব্লকের বিডিও নীতিশ বালা গত ৩ মে ছাত্রীটির বাড়িতে যায়। ছাত্রীটির ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেওয়ার কথা ছাত্রীটির পরিবারের কাছ থেকে লিখিত আকারে নেয় বিডিও। পরে বিডিও সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এরপরেও নাবালিকা ছাত্রীটির বিয়ে দিলে ছাত্রীটির পরিবারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।'

মন্দিরবাজারে অন্য এক বিবাহ কাহিনীতে প্রশাসনের সাহায্য ছাড়াই নিজের বিয়ে রুখে দিলেন আর এক নাবালিকা। সেখানকার নীলাম্বরপুর গ্রামের সপ্তম শ্রেণী ছাত্রী ডলি খাতুনের কণ্ঠে যেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সুর–'নহি আমি সামান্য নারী'। পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে ভেঙে দেয় সে। সামান্য নয়, বাবা হাসিবুর নাবালিকা মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেও মেয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে পড়াশুনা করতে চায় সে। সোমবার ছিল বিয়ের দিন, সাজসজ্জিত প্যান্ডেলে বাড়ি ভর্তি লোক কিন্তু হঠাৎ করে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে হতাশ হয়ে পড়ে ডলির পরিবার। এখন বিয়ে করবে না সাফ জানিয়ে দিল নাবালিকা ডলি। বাবা ও মা প্রচন্ড রেগে গেলেও ডলি ইতিমধ্যেই গোপনে বন্ধুদের জানায় এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে মন্দিরবাজার থানায় ও চাইল্ড লাইনেও জানায় সে। বিয়ের দিন সকালে মন্দিরবাজার থানার ওসি বাপি রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ ডলির পরিবারকে বোঝায়। মেয়েকে কম বয়সে বিয়ে দিতে বারণ করেন তারা। মেয়ে পড়তে চায় তাই তাকে স্কুলে পাঠানোর জন্যও বলে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় ওই পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হয় তারা। এরপর ওসি বাপি রায় গ্রামবাসীদের বোঝান যে আঠারো বছরের নিচে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ।

সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ে হয়েও লড়াইয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখতে চায় ডলি। বাবা মাকে আশ্বাস দেয় পড়াশুনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে তারপর সে বিয়ে করবে। ডলির চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নির্বিকার প্রতিচ্ছবি। এত কর্মকান্ডের মধ্যেও তার চোখে চিকচিক করছে একটাই স্বপ্ন নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

মহানগরে

পুনর্বাসনে আটকে বিপজ্জনক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের মূলত উত্তর ও মধ্য কলকাতাস্থিত কমবেশি ৩৫০০টি বিপজ্জনক এবং এরই মধ্যে কমবেশি ১২০০টি অতি বিপজ্জনক দ্বিতল, ত্রিতল বা চতুর্থতল বাড়িগুলি নিয়ে কলকাতা

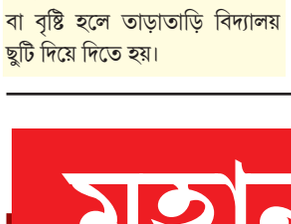

পুরসংস্থার নয়া আইন ৪১২ এ ধারায় 'দ্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭' গত ৭ এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে। কিন্তু আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই সমস্ত বাড়ির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে। তাই কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এখন 'পুনর্বাসন প্রকল্প' স্থির করার দিকে এগোচ্ছে। ফলস্বরূপ, আইনটি তৈরি হলেও 'পুনর্বাসন প্রকল্প' গড়ে হলেও আইনটি কলকাতা মহানগরে জারি হবে।

গৈরিক পতাকা আর পুলিশের হেলমেটে ঢেকে গেল রাজপথ। সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ছবি : অরুণ লোধ

নাম বদল কলকাতা 'ক' 'খ'–এর

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : নাম বদলে কী ইতিহাস মোছা যায়? দ্বিশতাধিক প্রাচীন মধ্য কলকাতাস্থিত ঐতিহ্যবাহী রাজভবনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য ব্যবহৃত চারটি 'স্যুইট' ছিল ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলদের নামানুসারে। সম্প্রতি সেগুলির নাম বদলে দিয়েছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এবার রাজভবনের ঢিল ছোড়া দূরত্বের মধ্য কলকাতাস্থিত আর এক ঐতিহ্যবাহী আকাশবাণী ভবনেও নাম বদলের সেই ঢেউ এসে পৌঁছালো। আগামী ২১ মে থেকে এ রাজ্যে অতি জনপ্রিয় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কলকাতা 'ক' প্রচার তরঙ্গটির নাম বদলে হচ্ছে কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের নামানুসারে। আর কলকাতা 'খ' প্রচার তরঙ্গটির নাম বদলে হচ্ছে কবিতাদির সংগ্রহ 'সঞ্চয়িতা'র নামানুসারে। সাহিত্য অকাদেমি'র প্রাক্তন পূর্বাঞ্চলীয় সচিব স্বনামধন্য সাহিত্যিক ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায় এই নাম পরিবর্তন বিষয়টি শুনে বলেন, সাম্প্রতিক কালে এই যে আমরা আজকাল খুব তাড়াতাড়ি একটা জায়গার নাম বদলে ফেলছি, এটা কিন্তু বোধহয়, আমার ব্যক্তিগত ধারণা এটা কিন্তু ভালো নয়, কারণ ওই চ্যানেলটির সঙ্গে একটা বিষয়ের ইতিহাস জড়িত থাকে। এক চ্যানেলের সঙ্গে তার সংস্কৃতির ইতিহাস জড়িত থাকে। কোনও বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বা পত্রিকার নাম করেই দিতে পারি। কিন্তু তার সঙ্গে ইতিহাসটা যেন বিযুক্তি করে দেয়। ওই নামগুলি কিন্তু জরুরী। যেমন একজন ব্যক্তির নামের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি জীবনটা অনেকটা জড়িয়ে থাকে। এটাই তার আইডেন্টিটি। অপরদিকে চ্যানেলটির নামই হল চ্যানেলটির একটা আইডেন্টিটি। এই আইডেন্টিটিকে তুলে নিয়ে আমরা বারংবার নতুন নামকরণ করে দিই। নামকরণ নতুন কিছু হলে হতেই পারে। একটা নতুন বিদ্যালয় হচ্ছে, নতুন মহাবিদ্যালয় হচ্ছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নতুন হতেই পারে। কোনও আন্দোলন সেটা সফল–অসফল হোক সেটা কিন্তু তার স্থিতাবস্থাকে ভাঙে। সেটা কোনও এক জায়গায় পৌঁছে দেয়। এই স্থিতাবস্থাকে ভাঙা কিন্তু ঠিক নয়।

অ্যাপ ব্যবস্থা শহরের কার পার্কিং–এ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা মহানগরে কার পার্কিং ব্যবস্থায় মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে আগাম জানার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। শহরের চারটি বেসরকারি সংস্থা এই কার–পার্কিং লট গুলির পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছে। তারাই এই অ্যাপ ব্যবস্থা চালু করছে। পার্কিংয়ের চার্জ–কার্ডও তারাই স্থির করছে। এখন পুরসংস্থার নির্ধারিত ন্যূনতম কার–পার্কিং চার্জ (সকাল ৭টা–রাত ১০টা) ১০ টাকা। পুর সূত্রে খবর, নয়া পাকিং ব্যবস্থায় তা বেড়ে কমবেশি ৫০ টাকা হবে। আরও খবর, শহরের চারটি কার–পার্কিং লটে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে সূচনা হচ্ছে। যদি তা সাফল্য পায় তবে পুর নিয়ন্ত্রণাধীন ১১৩টি পার্কিং জোনের প্রত্যেকটিতে এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে চালু

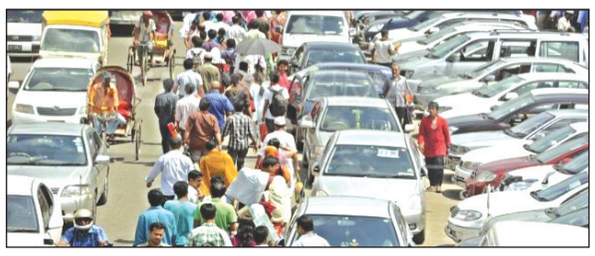

হবে বলে জানান কার–পার্কিং দফতরের পারিষদ দেবাশিস কুমার। দেবাশিসবাবু বলেন, আপাতত শহরের চারটি সংস্থাকে তিন মাসের জন্যে শহরের চারটি পার্কিং লটে অ্যাপ সার্ভিস চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই চারটি পার্কিং জোন হল দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট ও রাসবিহারী, মধ্য কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিট ও স্ট্যান্ড রোড। তিনি আরও জানান, এই চার পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করা যাবে কী না অ্যাপের সাহায্যে আগে থেকেই জেনে নিতে হবে। তবে অ্যাপের সাহায্যে পার্কিং স্পেসের আগাম বুকিং করা যাবে না। এখন প্রশ্ন, কার–পার্কিং–এ স্বাভাবিকের তুলনায় চার–পাঁচ গুণ বাড়তি চার্জ পুরবাসীকে দিতে হবে জেনেও পুরসংস্থা কেন কার–পার্কিং–এ অ্যাপ ব্যবস্থা চালু করছে?

পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গাড়ি চালকদের কার–পার্কিং করতে এসে প্রায় হয়রান হতে হচ্ছে, প্রচুর অভিযোগ আসছে। এবার নির্দিষ্ট পার্কিং লটগুলিতে পার্কিং স্পেস পাওয়া যাবে কী না, চালক ওই অ্যাপের মাধ্যমেই আগাম জেনে নিতে পারবেন। ফলে হয়রানির হাত থেকে মুক্তি পাবেন। আপাতত চার পার্কিং লটে যদি এ ব্যবস্থাপনা সফল হয়, তাহলে শহরের বাকি লটগুলিতেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১১৩টি পার্কিং লটে কমবেশি ৯০০০ গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের নগরায়ণ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ওই ন'হাজারের সমপরিমাণ গাড়ি বেআইনিভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কার–পার্ক করে রাখে। আর সেগুলির জন্যই মূলত মহানগরে এতো যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

পুর সড়কের দায়িত্বে এলো ১৫টি রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ মে কলকাতা পুর এলাকায় থাকা আরও ৪৮.২৫ কিলোমিটারের ১৫টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এলো রাজ্যের পূর্ত দফতরের থেকে পুর সড়ক দফতরের হাতে। রাস্তাগুলি হল বেহালার বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), সরসুনা মেন রোড, বনমালি নস্কর রোড, জেমস লং সরণি, রায়বাহাদুর রোড ও বুড়োশিবতলা রোড, ঠাকুরপুকুর–টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, দক্ষিণ কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, গড়িয়া ব্রহ্মপুর রোড, গড়ফা মেন রোড, যাদবপুর স্টেশন রোড, যাদবপুর পেডেস্ট্রিয়ান আন্ডারপাস, সন্তোষপুর অ্যাভেনিউ (সুকান্ত সেতু অ্যাপ্রোচড রোডের পরের অংশ), সার্ভে পার্ক রোড ও বিবেকানন্দ রোড। এবার থেকে এই রাস্তাগুলির সারাইসহ ফুটপাত সারাই, রাস্তার আলো, পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল সাফাই এছাড়াও হোর্ডিং বিজ্ঞাপন ও পার্কিং রাইট কলকাতা পুরসংস্থার দায়িত্বে এলো।

পুর সূত্রে খবর, বড়ো রাস্তা, অলি–গলি, লেন–বাইলেন সহ কলকাতা মহানগরের মোট রাস্তার সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। আর কলকাতা মহানগরের সমস্ত রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বড়ো অভিভাবক কলকাতা পুর সড়ক সারাই দফতর। এছাড়াও বাকি রাস্তার অভিভাবক রাজ্যের পূর্ত দফতর, সেচ দফতর, কেএমডিএ, কেআইটি, আইআরবিসি প্রভৃতি সংস্থা।

কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, রাস্তাগুলি যখন কলকাতা পুর এলাকায় তখন ওই রাস্তাগুলির অভিভাবকত্ব কলকাতা পুরসংস্থারই হওয়া উচিত। কারণ পুরবাসী কলকাতা পুরসংস্থাকে সম্পত্তি কর দেবে আর ভাঙাচোরা রাস্তা ব্যবহার করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৭ মে – ২ জুন, ২০১৭

জার্সিধারী সাংবাদিক

নতুন পোশাকে কলকাতার সাংবাদিককূল। সৌজন্যে কলকাতা পুলিশ। সিপিএম তথা বামেদের নেতৃত্বে নবান্ন অভিযানের দিন কমরেডদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের আলাদা করে বেছে নিয়ে যে আড়ং ধোলাই কলকাতা পুলিশ দিল তারপর আর এই ঢাল ছাড়া কোন আবরণেই বা নিজেদের মানানসই লাগত সংবাদমাধ্যম কর্মীদের। যদিও সাংবাদিকদের মার খাওয়া নিয়ে এত গেল গেল রব উঠলেও কেন এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল তা নিয়ে কী একটু ভেবে দেখেছেন গণমাধ্যমের চতুর্থ স্তম্ভের পাহারাদাররা। এই প্রসঙ্গেই সোশ্যাল সাইটে চোখে পড়ল এক বিদগ্ধ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকের একটি কমেন্ট। যাতে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন শাসকের প্রতি অসম্ভব চাটুকারিতাই এহেন পরিস্থিতি ডেকে এনেছে। তিনি এও লিখেছেন যাঁকে মনিব বানিয়েছেন তাঁর চাবুক তো এরকম মাঝেমধ্যেই সহ্য করতে হবে।

ফেসবুকে এমন আরও অনেক পোস্ট চোখে পড়ল সাংবাদিকরা বিপন্ন হওয়ার ঠিক পরে পরেই। কোথাও তো সরাসরি এই লড়াই বিভিন্ন গণমাধ্যম হাউজের মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদনও হল। অথচ মালিকের বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রতিবাদটুকু করার যে মঞ্চ সেই ইউনিয়নও নেই সাংবাদিকদের। তাই প্রথম শ্রেণির পত্রিকা বলে পরিচয় দেওয়া কাগজের মালিক যখন তাঁর বিভিন্ন ইউনিট থেকে একের পর এক সাংবাদিক ছাঁটাই করলেন তখন প্রতিবাদের 'রা' টুকু কাড়েনি কেউই। মিছিলেও হাঁটলেন সাংবাদিকরা, যাতে পুলিশের হাতে ঘায়েল সাংবাদিকদের থেকেও বীরবিক্রম দেখাতে লাগলেন' চাটুকার' গোষ্ঠীভুক্তরা। বাম জমানাতেও সাংবাদিকরা এরকম পথে নেমেছেন বহুবার। শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে অনেক তর্জন-গর্জনও করেছেন। আবার ভিতরে ভিতরে সেটিংও করে নিয়েছেন তৎকালীন শাসকদের সঙ্গে। অর্থাৎ নবান্নর ঘটনা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। বহুদিন থেকেই এই ম্যাল প্র্যাকটিস চালিয়ে আসছেন সংবাদমাধ্যমের একাংশ। কোথাও মালিকের নির্দেশে তোষণ করতে হচ্ছে আবার কোথাও পুরোপুরি ব্যাক্তিগত উদ্যোগে 'তেল মারা' চলছে। পুলিশ বিট করে থাকেন যাঁরা তাঁদের একটা বড় অংশ এমন এমন খবর পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন যার গুরুত্বই অপরিসীম। অথচ দুঃখের বিষয় এখানেও এমন কিছু সাংবাদিক রয়েছেন যাঁরা খবর করার থেকে আইপিএলের টিকিট জোগাড় করার জন্য পুলিশের কর্তাদের কাছে নাকি রীতিমতো ধরনা দিয়ে থাকেন। এরকম হাঁড়ির খবরে নবান্ন কাণ্ডের অব্যবহিত পর থেকেই যাবতীয় সোশ্যাল সাইট ভরে গিয়েছে। যে বীরপুঙ্গব সাংবাদিকরা কোনওদিন কারও কাছে মাথা নিচু করে না, সততার সঙ্গে কাজ করে চলেন, তাঁদেরই কতিপয় নাকি লালবাজার বা ভবানীভবনে কোনও এক আইপিএস অফিসারকে দেখে রীতিমতো পুলিশি কায়দায় স্যালুট ঠুকছেন। ভাবা যায় কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে স্তাবকতা। এছাড়া নেতা-মন্ত্রীদের ধরে নানা সুযোগ সুবিধা নেওয়া তো রোজকার রুটিন হয়ে গিয়েছে। বাম জমানাতেও যে চিত্র ছিল সে চিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে। তাই পুলিশের কাছে সাংবাদিকদের মার খাওয়া নিয়ে যাঁরা 'কুমিরের কান্না' কাঁদছেন তাঁদের একটু ভেবে দেখা কী বাঞ্চনীয় নয়।

ভাবের ঘরে চুরি ভালো নয় ভালো নয় সে শৌখিন মজদুরি

নির্মল গোস্বামী

শিরোনামের শেষের ভাগটি রবীন্দ্রনাথের থেকে 'চুরি নয়' আহরণ করা। অবশ্য তিনি বলেছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তিনি আর যাই হোন আপাদমস্তক সাহিত্যের লোক ছিলেন তাই সাহিত্যে বিষয়েই তিনি এই অমূল্য মতামতটি ব্যক্ত করে ছিলেন। সাহিত্যের সত্যমূল্য দেবো না, অথচ খ্যাতি চুরি করব—এই শৌখিন মজদুরি ভালো নয়।

আমরা বাঙালিরা এই সবে মহা সাড়ম্বরে তাঁর জন্মদিন পালন করে একটু ফুরসত পেয়েছি কি পাইনি অমনি বঙ্গে সাতটি পুর নির্বাচনের নির্ঘন্ট এসে হাজির। সারা বঙ্গের লোক তাকিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে। পাহাড়ে শুধুই হাসি। কোথাও কোনও অশান্তি নেই। তাই ভোটে সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠান হল। আর সমতলে রাজ্য পুলিশ মা মাটি মানুষের পুলিশই যথেষ্ট। আসলে এইখানে ভাবের ঘরে চুরি করল সরকার। আসল ভাবটা হল পাহাড়ে ভোট লুঠ করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের শক্তি সরকারি দলের নেই। সে শক্তি আছে মোর্চার। তাই মোর্চা যাতে ভোট লুঠ করতে না পারে সেই জন্য সেন্ট্রাল ফোর্স। আর সমতলে ইচ্ছা মতো ভোট লুঠ করার শক্তি শাসক দলের জলভাত। তাই যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে ভোটের নামে প্রহসন করতে হতে পারে তাই এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স দিলে শাসক দল সেই সুযোগ নাও পেতে পারে তাই রাজ্য পুলিশ ফলে নির্বাচনের নামে পিস্তল নিয়ে ঘোরা, মুড়ি মুড়কির মতো বোমার ছড়াছড়ি রাস্তাঘাটে পুলিশ প্রাণভয়ে লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসার বাথরুমের দরজা এঁটে প্রাণভয়ে রামনাম জপছে। এসব অতি পরিচিত বাংলার ভোট চিত্র। মুখ্যমন্ত্রী যতই এগিয়ে বাংলার পোস্টারে রাজ্য ভরিয়ে দিক বাংলার ভোট কালচার এক কদমও এগোয়নি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে তা পিছন দিকে হাঁটছে।

বাকি ভারতবর্ষের ভোট চিত্রের থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। অন্য কোনও রাজ্যে সামান্য পুর ভোটে এত বোমা পিস্তল বন্দুক দেখা যায় না। এই তো ওড়িশায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হল। মহারাষ্ট্রে নগরপালিকা নির্বাচন হল। দিল্লিতে পুর নির্বাচনে টান টান উত্তেজনা। কই সেখানে তো কোনও গন্ডগোল হয় নি। অমন উত্তরপ্রদেশে ৪০০ বেশি বিধানসভা আসনে ভোট হল। একটাও প্রাণহানি হয়নি। উত্তর প্রদেশে ভোটের পর বিরোধীরা ইভিএম-এ কারচুপির অভিযোগ তলল। এত এক ধরনের ভাবের ঘরে চুরি। কারণ নির্বাচন কমিশন যখন চ্যালেঞ্জ দিল বিরোধী দলগুলোকে যে হাতে কলমে ইভিএম মেশিনে কারচুপি করে দেখাতে হবে। তখন বীরপুঙ্গবরা সব পিছিয়ে এলো। এরা নেতা না হয়ে অভিনেতা হলে ভাল হতো। অবশ্য এখন বিভিন্ন দলে অভিনেতাদেরই প্রাধান্য বেশি। তাতে করে সুবিধা এই যে নেতাদের কষ্ট করে মোটা দাগের অভিনয় করতে হবে না। জনগণের রায়কে স্বাগত না জানিয়ে নিজেদের দেশের নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলে নেতারা নিজেদের মর্যাদার প্রতি যে অবিচার করলেন তা মানুষের কাছে ধরা পড়ল। তবুও পূর্ব মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইল না কেউ? একজন নেতাকে অন্য নেতা যদি অপমানকর কথা বলে বা মিথ্যা অপবাদ দেয়— তাহলে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। সেই নেতা বাধ্য হয়ে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে তারা সরকার চালাচ্ছে— তারা নিজেরাও এই ইভিএম মেশিনেই জয়লাভ করে এসেছে। তারা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের আইন কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতেও প্রকাশ্যে ইভিএমএ কারচুপির কথা বলে কী করে? ভবিষ্যতে যাতে না বলতে পারে তার জন্য কেন মামলা হবে না? প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নেবে না? আসলে আমরা সকলেই ভাবের ঘরে চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে

নির্ভয়ে ভোট দিন। ভোট দিতে এতে বুথের সামনে গুলি খেয়ে মরে গেল। তার দায় কেন নির্বাচন কমিশন নেবে না? যাদের হাতে নির্বাচন পরিচালনার দায় ছিল তাদের কোথায় গলদ তা কেন তদন্ত হবে না? পুর ভোটে কারা পিস্তল বাইক নিয়ে ঘুরল কারা বোমামাজি করল? কোন দলের কোন নেতারা মদতে এসব হল, তার তদন্ত করে তাদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা কেন রাজ্য সরকার করবে না? সেন্ট্রাল নির্বাচন কমিশন কেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবে না? রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দায় রাজ্য সরকারের । কিন্তু যদি রাজ্য তা ইচ্ছা করে পালন না করে তাহলে তার সমাধানের কি কোনও আইনগত পন্থা নেই ভারতের সংবিধানে? গায়ের জোরে অস্ত্রের দাপটে মানুষের ভোটাধিকার প্রতিবারেই লঙ্ঘিত হচ্ছে। ভোটের দিনে বিরোধীরা মিডিয়া একটু চেঁচামেচি করে তারপর ভোট ফুরলো তো সব মুখ বন্ধ। রাজ্যের করিৎকর্মা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ভোটের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। সাথে সাথে ডোমকলে পূজালিতে যারা পিস্তল নিয়ে ঘুরল তারা যে সরকারের বদনাম করার চেষ্টা করছে, তাদের একটা কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন না কেন? অস্ত্র হাতে মিছিল করা হলে হাজার জন হাজার দিক থেকে হাজার কথা বলেন। ভোটের দিন ভয় দেখাতে পিস্তল বোমা নিয়ে ঘুরলে মুখে বাক বন্ধ কেন? কেন মুখ্যমন্ত্রী বলবেন না যে আমাদের রাজ্যে এসব জিনিস বরদাস্ত করা হবে না? কেন বিদ্বজ্জনেরা বলবেন না যে বাংলার সংস্কৃতিতে এসব খাপ খায় না। প্রতিবাদী কবি নীরব কেন? পিস্তলের নলের মুখে কি 'নিরোধ' লাগানো যায় না? আসলে আমরা সকলে সব জানি, তবু ভাবের ঘরে চুরি করতে অভ্যস্ত। যে চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানকে রাস্তায় ফেলে পেটাল, ক্যামেরা ভাঙল। সারাদিন ধরে সন্ত্রাসের ছবি প্রচারিত হল সেই চ্যানেলের সঞ্চালক আবার বাম নেতাকে প্রশ্ন করে ভোটে এমন হাল হল কেন? অবাধ নির্বাচন হলে নিশ্চয় ক্যামেরা ভাঙার প্রয়োজন পড়ত না? তাহলে অবাধ ভোট হয়নি। তাই রেজাল্টও সঠিক নয়। কিন্তু ওই ভাবের ঘরে চুরি করে তারাই আবার জয়ের উল্লাসের ছবি সম্প্রচার করে।

দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রধানের কোনও মাথাব্যথা নেই নিম্নতম সরকারি কর্মীর জন্য। তিনি নিশ্চয়ই সেই প্রিসাইডিং অফিসারের বাথরুমে লুকোনোর ছবি দেখেছেন। ভোট পরিচালনা করতে গিয়ে কেন তাকে এমন হেনস্থা হতে হবে? কেন প্রাণ হাতে করে কাজ করত হবে এই প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি নীরব কেন? এ রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যে ভালো কাজের উদ্যোগ তাঁর নজরে পড়ে তিনি প্রকাশ্যে তা বলেন। কিন্তু জনগণের পবিত্র সাংবিধানিক অধিকার যে এই সরকারের আমলে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সেটা দেখতে পেয়েও চুপ করে থাকেন— ওই ভাবের ঘরে চুরি। আবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁর নাম যে মমতার বিবেচনায় আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শরৎ, তারাশঙ্কর এদের নিয়ে গর্ব করি এদের পুজো করি উৎসব করি। রাস্তার জ্যামে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি আবার ভোটের দিন ১৮-২০ বছরের ছাত্রদের হাতে পিস্তল বোমা দিয়ে বাইকে চাপিয়ে ভোট লুঠ করতে পাঠাই। কি অপূর্ব সহাবস্থান আমাদের। যাদের রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নেই। যাদের শুধু রাম আছে আর গোমাতা আছে তারা কিন্তু ভোট লুঠ করেনা। গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের উৎসবকে কলুষিত করার মতো হীন প্রবৃত্তি তাদের নেই। আর তাকে ঢাকা দিতে প্রতি নিয়ত তাদের ভাবে ঘরে চুরি করতে হয় না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

সুনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক দেশে যাহা সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ-কোন কোন দেশে জ্ঞাতিভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারে, অপর দেশে উহা নীতি-বিরুদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্র বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, তথাপি আমাদের ধারণা-সদাচারের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে।

কর্তব্য সম্বন্ধেও এইরূপ। কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশে যদি কেহ কার্যবিশেষ না করে, লোকে বলিবে সে অন্যায় করিয়াছে, অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্যগুলি করিলেই লোকে বলিবে, সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমরা জানি, কর্তব্যের একটি সর্বজনীন ধারণা অবশ্যই আছে। এইরূপে সমাজ একশ্রেণীর কার্যবিশেষকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে এবং ঐরূপ কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি পথ খোলা, অজ্ঞ লোকের পথ-তাহারা মনে করে সত্যলাভের পথ মাত্র একটি, আর সব পথ ভুল, আর একটি জ্ঞানীদের পথ-তাঁহারা স্বীকার করেন,আমাদের মানসিক গঠন অথবা অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে।সুতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদাচারের ক্রম আছে।

ফেসবুক বার্তা

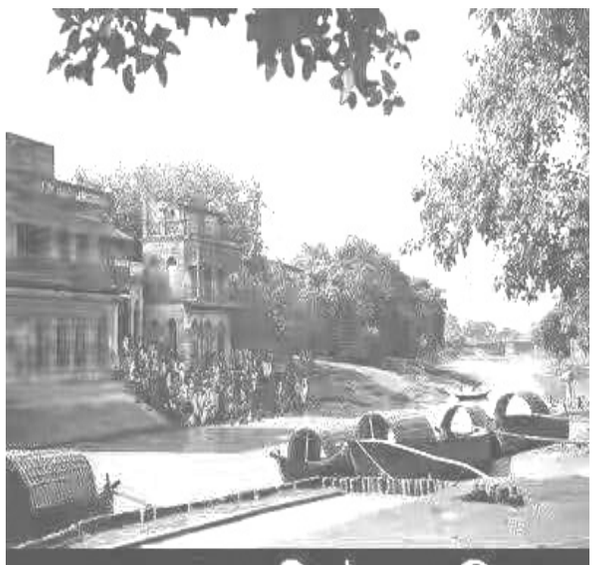

..১৯৪৪ সালের কালীঘাট ও আদি গঙ্গা..

রাজ্যের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিগুলি কি

উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে?

ড. কেশব চন্দ্র মন্ডল

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে পরিচালন সমিতি রয়েছে। এটাই সাধারণ নিয়ম। বর্তমানে অধিকাংশ উচ্চ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হয় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত (গভর্নমেন্ট এইডেড) নতুবা সরকারি অনুমোদিত (গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড)। তা সে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত যাই হোক না কেন, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন সভাপতি ও একজন সচিব নিযুক্ত রয়েছেন – হয় নির্বাচিত, নয় মনোনীত। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের যে সকল বিদ্যালয়গুলি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হয়েছে, সেখানে সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক একজন সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা দ্বারা মনোনীত হয়েছেন দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। বর্তমান সরকার পরিচালন সমিতির সমৃদ্ধি ঘটাবার উদ্দেশ্যে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা দ্বারা মনোনীত করেছেন একজন ডাক্তার ও একজন সরকারি আধিকারিক (এস আই অফ স্কুলস)।

১৯৬৯ সালের অনুমোদিত বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনের নিয়মাবলীর রুল নং ৬ অনুযায়ী পরিচালন সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে থাকছেন ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও একজন শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি। এছাড়া সভাপতির দ্বারা ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধি মনোনীত সদস্য হিসাবে পরিচালন সমিতিতে স্থান পেয়েছেন। আর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা টিচার-ইন-চার্জ হবেন পদাধিকার বলে সম্পাদক।

যাইহোক, ২০১১ সালে পালা বদলের পর বর্তমান সরকার নিয়ম করেছেন যে সভাপতি, মনোনীত শিক্ষানুরাগী, ও অভিভাবক সকলেই স্নাতক হবেন। আর সরকারি আধিকারিক (এস আই অফ স্কুলস) ও একজন ডাক্তার স্বভাবতই যে স্নাতক হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালন সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৫ জনই হলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক প্রতিনিধি। আর বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতির অর্ধেকের বেশি সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি ও প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ আর মাত্র দুই জন অতিরিক্ত অভিভাবক প্রতিনিধি অথবা, দুই জন শিক্ষানুরাগী সদস্যের কিম্বা ডাক্তার ও এস আই এর সমর্থন পেলেই অধিকাংশ উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। একটু দেখে নেওয়া যাক, বাস্তবে কি ঘটছে বিদ্যালয়গুলিতে।

লেখকের নিজের বিদ্যালয়েরও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এখানেও মোট ১২ জন সদস্যর মধ্যে এস. আই অফ স্কুলস ও ডাক্তার রয়েছেন, তবে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া মোট ১৮টি মিটিং এর মধ্যে একটিতেও উপস্থিত হননি তাদের দুজনের একজনও। অথচ প্রতিটি মিটিং-এর চিঠি পাঠান হয়েছে উক্ত দুই দপ্তরে। এরা যেহেতু সরকারি প্রতিনিধি বিশেষ করে এস. আই অফ স্কুলস, ফলে প্রতিটি মিটিং-এ এঁদের থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত আইন-কানুন এদের জানা ও সমস্ত সার্কুলার এস আই দের নখদর্পণে। তাছাড়া এস আইরা পুরসভা, ব্লক অফিস, ডি পি ও এবং ডি আই অফিসের সাথে নিত্য সংযোগ রক্ষার ফলে আরো অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ হন। এনারা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির মিটিং-এ উপস্থিত থাকলে সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, যারা সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন তাদের অধিকাংশ অনৈতিক ও অযৌক্তিক আচরণ ও কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যায়। অথচ অদ্ভুতভাবে এরা কোনো মিটিং-এ আসেন না, বা প্রতিনিধিও পাঠান না। তাহলে কি বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ইচ্ছাকৃত ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ডাক্তার সদস্য ও এস আই দের এই মিটিং পরিহারের কৌশল? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে পার্টির লোকজনদের গন্ডগোল করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই তাদের এই মিটিং-এ না উপস্থিত হওয়ার পন্থা অবলম্বন?

শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত হলেও সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এদের রাজনৈতিক পরিচয়টাই বড়। সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির মধ্যে কেউ প্রাইভেট টিউটর, কেউ এল আই সি র এজেন্ট, কেউ ইট বালি সিমেন্ট বিক্রেতা, কেউ মুদি দোকানদার, কেউ ঠিকাদার, কেউ বা কেবলই রাজনৈতিক কর্মী – এরকম আরো বিভিন্ন বিচিত্র পেশা থেকে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা।

যদি তা না হয়, তবে সরকার কোন উদ্দেশ্যে এদের পরিচালন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? পরিচালন সমিতির কাজকর্ম যাতে সঠিকভাবে হয়, ও আইনমাফিক হয় – এই দুই উদ্দেশ্যেই তো বর্তমান সরকার আগের ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছিলেন। অন্যদিকে, আবার অভিভাবক প্রতিনিধিদের কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো বা মিষ্টি কথা বলে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থেকে নিবৃত্ত করা হচ্ছে। পরিচালন সমিতিতে পর পর তিনটি মিটিং-এ না আসলে তাদের সদস্য পদ বাতিলের যে ব্যবস্থা আছে, সে কথা মিটিং-এ বললে প্রেসিডেন্ট তা লিপিবদ্ধ না করতে অনুরোধ করেন। কিভাবে প্রধান শিক্ষক সভাপতির অনুরোধ, যা আসলে হুমকি, প্রত্যাখ্যান করেন?

অপরপক্ষে, শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত হলেও সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এদের রাজনৈতিক পরিচয়টাই বড়। সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির মধ্যে কেউ প্রাইভেট টিউটর, কেউ এল আই সি র এজেন্ট, কেউ ইট বালি সিমেন্ট বিক্রেতা, কেউ মুদি দোকানদার, কেউ ঠিকাদার, কেউ বা কেবলই রাজনৈতিক কর্মী – এরকম আরো বিভিন্ন বিচিত্র পেশা থেকে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা। তবে কোন কোন বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক, এমনকি প্রধান শিক্ষকও রাজনৈতিক নৈকট্যের সুবাদে কোন কোন বিদ্যালয়ের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

যাইহোক, সভাপতি ও দুজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে বিচিত্র বলছি কেন, তার কারণ হল এদের অধিকাংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি কোনোদিনও যুক্ত ছিলেন না। এলাকায় যারা অধ্যাপক রয়েছেন, প্রাক্তন আমলা রয়েছেন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রয়েছেন, সাহিত্যিক রয়েছেন, লেখক রয়েছেন ও উচ্চশিক্ষিত অন্যান্য পেশার গুণীজন রয়েছেন এরুপ ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হিতকর, না অন্য পেশার লোক, যাদের সাথে এই পবিত্র পেশার কোন যোগ নেই তারা এই পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হিতকর? যারা শিক্ষার সাথে কোন ভাবেই যুক্ত নয়, যারা বিদ্যালয় পরিচালনার কোন নিয়ম জানেন না, যারা কোনো দিন কোনো শিক্ষা সেমিনারে যোগ দেন নি, যারা কোনো দিন ম্যানুয়াল পড়েন নি, যারা কোনোদিন কোন প্রবন্ধ লেখেন নি, যারা কোনো দিন কোন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন নি, যারা কোনোদিন কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন নি, তারা কেবলমাত্র গ্র্যাজুয়েট ও রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার সুবাদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠানে এসে বিদ্যালয়ের প্রধানের সামনের চেয়ারে বসে পরিচালন সমিতির মিটিং পরিচালনা করছেন, তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছেন, ধমক দিচ্ছেন এবং আরো কত কি না করছেন।

আর এই সব কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়তা করছেন একশ্রেণীর স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ ও ধান্দাবাজ সহ-শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। কেন একশ্রেণীর সহ শিক্ষককে স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ ও ধান্দাবাজ বলা হচ্ছে? তার কারণ, তারা ঠিক মতো ক্লাস করবে না, লেসন প্ল্যান তৈরি করবে না, বিদ্যালয়ের কোনো গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করলেন না; কিন্তু কেবলই প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার ভুল-ত্রুটি ধরবেন, পদ্ধতির কথা বলবেন আর দলের চাটুকারিতা করে পরীক্ষক হবেন, স্ক্রুটিনিয়ার হবেন, বোর্ডের নমিনি হবেন, বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে যাবেন। কি আদ্ভুত এক মেলবন্ধন? অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সভাপতির দরকার বুদ্ধি ও পরামর্শের, আর এই ধান্দাবাজ, ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের প্রয়োজন ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন। এই সমস্ত কিছু স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ ও ধান্দাবাজ শিক্ষকদের কোনো জাত নেই, এদের কুকর্মের ফলেই আগের সরকারের পতন ঘটেছিল, আর এদের কুকর্মের ফলেই বর্তমান সরকারের দুর্নাম হচ্ছে ও পতনকে ত্বরান্বিত করছে। এই এক শ্রেণির সহ-শিক্ষক, শিক্ষক নেতা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সরকার ও আইন-বিরোধী কাজের ফলে যে কেবলমাত্র সরকারের বদনাম হচ্ছে তা নয়, রাজ্যের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, এই পবিত্র শিক্ষাব্যবস্থর সাথে যুক্ত অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ নানা রকম সমস্যার মধ্যে পড়ছেন, এমন কি তাদের পরিবার ও ছেলেমেয়েরাও বাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। আর প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও টিচার ইন চার্জদের অধিকাংশদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে এই চরম জাঁতাকলের মধ্যে জড়িয়ে। অতএব এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন কাম্য ছাত্র-শিক্ষক ও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে।

মেয়েরাও বাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। আর প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও টিচার ইন চার্জদের অধিকাংশদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এই চরম জাঁতাকলের মাঝে পড়ে। অতএব এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন কাম্য ছাত্র-শিক্ষক ও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে।

প্রধান শিক্ষক, এস. এম. নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয় (উচ্চ)

পাঠকের কলমে

স্বপ্নের হাব বাস্তবে নয়

ভাগীরথীর পশ্চিমে ডিউক রোড সংলগ্ন মনসা মন্দির হাওড়া জেলা পরিষদের উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির হীরাগঞ্জ গ্রাম। হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭টি গ্রামের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ গ্রাম।

বসন্তের শেষ লগ্নে গরমকে উপেক্ষা করে ২ এপ্রিল বা ১৯ চৈত্র হাজির হয়েছিলাম মনসা তলায়। স্থানীয় বাসিন্দারা 'বাগের হাট' নামেই যাকে চেনেন। পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় গ্রামের চেহারাও পরিবর্তন স্বাভাবিক। মনসা মন্দিরের সামনে টিনের চালার পরিবর্তে জেলা পরিষদের কেরামতিতে তিনতলার পাহাড় প্রমাণ মার্কেটিং হাব গড়ে উঠেছে, প্রায় কোটি টাকার বাজেটে। ২০১৫তে মার্কেটিং হাবের কাজ সম্পন্ন হলেও এখনও পর্যন্ত তা জনসাধারণের কল্যাণে আসছে না। হাবের উত্তর প্রান্তের কোলাপসিবল গেটের তালা আর ফেলে না। টিনের চারচালার সঙ্গে পাশের একাধিক ব্যবসায়ীদের তল্পিতল্পা এখান থেকে গোটাতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এমএসডিপি-র অর্থ বরাদ্দে নির্মিত হাবটি বন্ধ দীর্ঘ দেড় বছরেরও বেশি সময়। হাবটির তিনতলায় হলঘর। জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়, সবকিছুই পাকাপাকি। হাওড়া জেলা পরিষদের পূর্ত বিভাগের উদাসীন মনোভাবের জন্য এই করুণ অবস্থার সৃষ্টি বলে অনেকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে হলটি চালু হবে না সরকারি অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধই সার এইসব দেখার।

অমিয় কুমার অধিকারী

জখম দুই পরীক্ষার্থী

বেকারত্বের জ্বালা ঘোচাতে গ্রুপ ডি পরীক্ষা দেওয়ার পথে এভাবেই বাসে সওয়ার বীরভূমের পরীক্ষার্থীরা। ☯ নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, জাজিগ্রাম : বীরভূমে গ্রুপ 'ডি' পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াল বীরভূম জেলা তৃণমূল। অন্যদিকে, পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পথ দুর্ঘটনায় জখম হলো দুই পরীক্ষার্থী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। বাসে ট্রেনে ছিলো বাদুড়ঝোলা ভিড়।

২০ মে শনিবার রাজ্য সরকারের গ্রুপ 'ডি' পদের জন্য পরীক্ষার্থী ছিলো প্রায় ২৫ লক্ষ। তৃণমূলের উদ্যোগে বোলপুর স্টেশন চত্বর, রামপুরহাট ১৪ নং ওয়ার্ড, তারাপীঠ রোড স্টেশন সংলগ্ন, মুরারই, নলহাটি, জাজিগ্রাম, লাভপুর, সিউড়ির সর্বত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে মিনারাল ওয়াটার, গুড়, বাতাসা তুলে দেওয়া হয়। মুরারই ২ নং ব্লকের জাজিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কমিটির উদ্যাগে জাজিগ্রাম এসএ উচ্চবিদ্যালয়ে আগত পরীক্ষার্থীদের হাতে গুড়, বাতাস, জল তুলে দেয় তৃনমূলের নেতা কর্মী সর্মথকরা। উপস্থিত ছিলো শৈলজানন্দ ওরফে আনন্দ হালদার, জাজিগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মলয়শঙ্কর ঘোষ, জাকির হোসেন, হাসান শেখ,বিশ্বজিত বাগ, চন্দন দাঁ, পল্টু সেন, সালে হোসেন শেখ, জামান শেখরা। তৃণমূলের উদ্যোগে মুরারইয়ে খোলা হয় সহায়তা কেন্দ্র। নিমড়া গ্রাম থেকে ঘুড়িষ্যা উচ্চবিদ্যালয়ে হেলমেট পড়ে মোটরসাইকেলে করে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলো মুন্না ও আমন শেখ। প্রথমে একটি ইনোভা গাড়িতে, পড়ে গাছে ধাক্কা মারে বাইকটি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি দুই পরীক্ষার্থী মুন্না ও আমন শেখ। বীরভূম জেলার বাসে ট্রেনে ছিলো বাদুড়ঝোলা ভিড়।

জলে ডুবে মৃত দুই বোন

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার ধোল্টেকুড়ি গ্রামে জলে ডুবে মারা গেলো দুই বোন। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ইলামবাজার থানার ধোল্টেকুড়ি গ্রামের মসজিদের পাশের পুকুরে স্নান করতে যায় দুই বোন। স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মারা যায় দুই বোন। মৃতরা হলো হেমজুয়া খাতুন (১০), ওহফুন্নেসা খাতুন (৮)। ইলামবাজার থানার পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। দুই বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নানুরে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার নানুরে তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ১৫ মে নানুর থানার চন্ডীপুর গ্রামে পুলিশ উদ্ধার করে ৬০টি তাজা বোমা। ১৮ মে নানুর থানার ভাষামাঠ গ্রামের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় ৭০টি তাজা বোমা। পরেরদিন সেইগুলি নিস্ক্রিয় করা হয়। সোতশাল জাতীয় সড়কের কালভার্টের নীচ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ১৪টি তাজা বোমা। কিছুদিন আগে বোমা বাধতে গিয়ে বিস্ফোরনে দরবারপুর গ্রামে মারা গিয়েছিলো ৯ জন। বনপাতরা গ্রামে হদিস মেলে বেআইনি অস্ত্র কারখানার। উদ্ধার হয় অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। তারপরেও বীরভূমের বিভিন্নপ্রান্তে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় সরব বিরোধীরা।

বিজ্ঞানমঞ্চের স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোকা : ২১ মে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্র ও বিআইইটি কলেজের স্পর্শ–র সাথে যুগ্মভাবে স্বাস্থ্যশিবির হয়ে গেলো বীরভূমের জোকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ২১ মে রবিবারের বিজ্ঞানমঞ্চের স্বাস্থ্যশিবিরে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন । যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিলো শিশু। এই এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে এই সব স্থানে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়। সেই সময় থেকে এই এলাকায় লাগাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে বলে সংগঠনের তরফে জানা যায়। আগামি দিনে আরো নেওয়া হবে। এই কর্মসূচিগুলি সাফল্যমন্ডিত করতে 'স্পর্শ' র অগ্রনী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় সংগঠনের তরফ থেকে। রবিবারের স্বাস্থ্যশিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিজ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি চিকিৎসক স্বপন মন্ডল, সমাজসেবী চিকিৎসক কাজল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সহসম্পাদক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, মায়া দত্তসাধু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা।

হাওড়ায় চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার গভীর রাতে হাওড়া হালদার পাড়া ফার্স্ট বাইলেনের একটি বাড়িতে গুরুতর চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়। গত রবিবার কুন্ডু বাড়ির সদস্যরা পুরীতে বেড়াতে যান। আর সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা থাকার সুবিধা কাজে লাগায় চোর। পরের দিন বুধবার সকালে আশপাশের বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন বাড়ির সমস্ত দরজার তালা ভাঙা। বাড়ির পাশের এ কে কুন্ডু কোম্পানির অফিস ঘরটি অবশ্য প্রতিদিনই খোলা থাকে। সেই ঘরের আসবাব পত্র সমেত ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো, আলমারির তালা ভাঙা। পড়ে রয়েছে কেবলমাত্র কাপড় চোপড় সহ ইমিটেশনের জিনিসপত্র। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীরা কুন্ডু বাড়ির অপর সদস্যদের খবর দিলে অরুপ কুন্ডুর দাদা অমিত কুন্ডু ভাইয়ের বাড়িতে দৌড়ে আসেন এবং বাড়ির ভয়ানক অবস্থা দেখে শিবপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে বাড়িটি ঘুরে দেখেন এবং তদন্ত শুরু করেনে বলে জানা যায়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

বিরোধী শূন্য পূজালিতে ৩০ মে বোর্ড গঠন

পুরপ্রধান নির্বাচনে তৃণমূলে স্নায়ু যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূজালি পুরসভা কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে গেল। ফলাফল ঘোষণার দিনই কংগ্রেস ও নির্দলের জয়ী দুই প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১৪। দুজন জয়ী বিজেপি প্রার্থীও গত সপ্তাহে তৃণমূলে যোগদান করায়, তৃণমূলের ১৬কলা পূর্ণ হয়েছে। আগামী ৩০ মে নতুন বোর্ড গঠন হবে। এখন তৃণমূলের অন্দরে চলছে স্নায়ুর যুদ্ধ। কে হবেন চেয়ারম্যান? কে হবেন ভাইস চেয়ারম্যান? তবে সূত্রের খবর চারবারের প্রবীণ চেয়ারম্যান ফজলুল হকই এগিয়ে আছেন।

এবার পুরভোটে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল চরম পর্যায়ে গিয়েছিল। আমিরুল ইসলাম (খোকন) ও ফজলুল হকের অনুগামীরা দুটি লবিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এমনই সূত্রের খবর। কিন্তু প্রবীণ ফজলুল হক দক্ষ রাজনীতির চালে আমিরুল ইসলাম (খোকন) গোষ্ঠীকে বেশ ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছেন। নির্দল, কংগ্রেস এমন কি বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা মূলতঃ ফজলুল হকের তৎপরতা এবং উদ্যোগেই তৃণমূলে যোগদান করেছেন। সূত্রের খবর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড কোম্পানি এখন ফজলুল হকের টিম ওয়ার্কে খুব খুশি।

তাই এবারও পূর্বের ন্যায় ফজলুল হক চেয়ারম্যান এবং রীতা পাল ভাইস চেয়ারম্যান হতে পারেন। তবে অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, যেহেতু এবার পূজালিতে ৫০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী জিতেছেন, পুর আইনে মহিলা চেয়ারপার্সন হতে পারেন। সেক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন রীতা পাল। তাহলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে কি ফজলুল হক বসবেন? কিন্তু অনেকে বলছেন চেয়ারম্যান থেকে ভাইস চেয়ারম্যান হলে সেটা ভালো দেখাবে না। তাহলে কি ভাইস চেয়ারম্যান পদে নতুন কেউ আসবেন? এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, এখনও বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি। পুর আইন বিবেচনা করা হচ্ছে। দলীয়ভাবে যথা সময়েই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ঠিক করা হবে।

নাবালিকার মাতৃত্ব ঘিরে চাঞ্চল্য জগৎবল্লভপুরে

জয়িতা কুন্ডু : ক্যারাটের এক কৃতী ছাত্রীর সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়া জগৎবল্লভপুরের পার্বতীপুর গ্রামে। প্রথমে ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয় ওই নাবালিকার ক্যারাটে প্রশিক্ষক নুপুর কর্মকারই এর জন্য দায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গত ২২ মার্চ নুপুরবাবুকে গ্রেফতার করে। একইসঙ্গে আদালত নুপুরবাবুর ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, ওই নাবালিকাটি গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

ঘটনার নাটকীয় মোড় নেয় ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পরে। রিপোর্টে দেখা যায় ওই নাবালিকার সন্তানের বাবা নুপুরবাবু নন। তারপরেই পুলিশ নাবালিকাটিকে ধর্ষণের অভিযোগে তার দাদুকে গ্রেফতার করে।বৃহস্পতিবার ২৫ মে পুলিশ ওই নাবালিকার দাদুকে গ্রেফতার করে হাওড়া আদালতে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে নুপুরবাবুর জামিনের জন্য আবেদন করা হবে। আর নাবালিকাটির সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্য তার দাদুর ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। নুপুরবাবুর ভাই অঙ্কুর কর্মকার বলেন 'আমার দাদার কোন দোষ নেই। তা সত্বেও তাঁকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছিল। তিনি সরকারি চাকরী করতেন। কিন্তু সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই ক্ষতি কিভাবে পূরণ হবে? 'নাবালিকাটি মাত্র ১২ বছর বয়সেই ক্যারাটেতে বেশ পারদর্শীতা অর্জন করে। তার দাদুই তাঁকে টাকাকড়ি খরচ করে প্রশিক্ষণ দেওয়াতেন। নুপুরবাবুর বড়গাছিয়াতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেখানে ওই নাবালিকাকে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য ভর্তি করিয়ে দেন তার দাদুই। তিনজনকে কেন্দ্র করে এহেন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলা জুড়ে।

বীরভূমে অস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বীরভূমের বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে এসে পুলিশকে বোমা, অস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ মে রবিবার বিকালে বোলপুরের শ্রীনিকেতন পল্লিশিক্ষাভবন মাঠে হেলিকপ্টারে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে অভ্যর্থনা জানায় বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, অনুব্রত মন্ডল, বিকাশ রায়চৌধুরী। শ্রীনিকেতনে আমার কুঠি সংলগ্ন রাঙাবিতানে দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাত্রিবাসের পর পরেরদিন ২২ মে সোমবার বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বীরভূমে বোমার কারখানা বরদাস্ত করা হবে না। সমস্ত বোমা, অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। কোনো গুন্ডাগিরিও বরদাস্ত করা যাবে না। তলোয়ার নিয়ে গ্রাম দখল চলবে না।' বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেতুগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজকে বলেন, 'তোমার ভাই কাজলকে সাবধান করে দাও। ও যেন আর কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি না করে। ওর বিরুদ্ধে অনেক মামলা রয়েছে। আমরা এখনো তেমন কোনো ব্যবস্থা নিই নি। আমরা ওকে খুঁজছি। যদিও জানি কাজল এখনো গ্রামে আছে।' এইভাবেই নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ কে কড়া হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নানুরে তৃণমূল নেতা গদাধর হাজরা ও কাজল শেখের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ২০১৬ সালে নানুর বিধানসভা আসনটি হারাতে হয়েছিলো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে। নানুর বিধানসভা আসন থেকে জিতেছিলেন সিপিএমের শ্যামলী প্রধান।

পুলিশকে সর্তক বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নানুর–পাড়ুইয়ে কোনো বোমার কারখানা চলবে না। দিল্লির শাসকদল মুঙ্গের থেকে জেলার অস্ত্র ঢোকাচ্ছে। এব্যাপারে পুলিশকে সর্তক থাকতে হবে। যা আগ্নেয়াস্ত্র আসে তা উদ্ধার করুন। রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করা চলবে না।' চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাইরের রোগীর পরিবার এসে পরিষেবা নেবে, আর দামি দামি যন্ত্র ভাঙবে, তা মেনে নেব না।' ভিনরাজ্য থেকে আসা রোগীদের নাম, ঠিকানা জমা রাখার নির্দেশ দেন। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সহ ৫৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোমা উদ্ধারের নির্দেশের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ২৪ মে বীরভূমের বড়রা গ্রামের হাড়িপুকুরে চারটি ড্রাম থেকে ২০০টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে দুর্গাপুর থেকে বোম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলি নিক্রিয় করে।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ মে দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৯২ জন রক্তদান করেন। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সঙ্কটের সমাধান করতে রাজ্যের প্রতিটি থানাকে রক্তদান করার আয়োজন করতে বলা হয়। সেই প্রেক্ষিতে একদিনের রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) উত্তম মিত্র। তিনি বলেন, জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে জনসংযোগ বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ খুবই জরুরি। নোদাখালি থানার আই বিশ্বজিৎ পাত্র স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হেমন্ত কাসওয়ানি ও তুষার সরদার, সমন্বয় কমিটির সদস্য বুচান বন্দোপাধ্যায়, সেখ বাপী সহ অন্যান্য সদস্যরা। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক কুনাল মালিক।

গুলিতে জখম ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উস্তি থানার উত্তর কুসুমপুর গ্রামে শুক্রবার সন্ধ্যায় গুলিতে আহত হলেন ৪৫ বছরের মাছ ব্যবসায়ী সইদুল হক হালদার। জানা গিয়েছে সন্ধ্যায় কারবালা মোড়ের দিকে যাবার সময় বাইক আরোহী একদল দুষ্কৃতী গুলি করে সইদুলকে। ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে ব্যবসায়ী দ্বন্দ্বেই এই ঘটনা।

নাম পরিবর্তন

গত ইং ২৪–৫–২০১৭ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি NABANITA SAMANTA ও NITA SAMANTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

বিদ্যুৎ বিলে নাজেহাল রাজপুরবাসী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: বাড়িতে লোক নেই বিদ্যুৎ খরচ সামান্য তবু বিল আসছে দেদার। এই অভিযোগ রাজ্যবিদ্যুৎ নিগমের অধীন রাজপুর সাপ্লাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ চার বছর ধরে প্রায় ১৫০০ ডিজিটাল মিটার বিকল হয়ে পড়ে আছে। কোনো হেলদোল নেই। বিদ্যুত বিভাগের বক্তব্য মিটার খারাপ থাকলে এভারেজ বিল পাঠানোই নিয়ম। সেটাই করা হচ্ছে। মিটার বদলে দেওয়া হচ্ছে না কেন? প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল বহুদিন ধরে সল্টলেক বিদ্যুৎ দফতর থেকে কোনো নতুন ডিজিটাল মিটার আসছে না। ফলে গ্রাহকদের বিল দিতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। বাড়ছে অসন্তোষ যে কোনও দিন ক্ষোভ ফেটে পড়তে পারে।

লালবাজার অভিযানে যুদ্ধংদেহি বিজেপি

প্রথম পাতার পর

এক সময় তো দেখা গেল পুলিশের আক্রমণের মুখে লকেট চ্যাটার্জি, সঙ্ঘমিত্রা চোধুরী সহ বেশ কিছু মহিলা নেত্রীকে শরীরে আঘাত পেয়ে মাটিতে বসে থাকতে, আর তাদের আশেপাশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ চলছিল। হয়তো ২৫ তারিখে মিছিলে বামেদের থেকে রক্তাত্ব কর্মী সমর্থক সংখ্যা বেশি নয়। তাহলেও প্রায় ১০০ জনের ওপর কম বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে সেদিনের বামেদের মিছিলে অল্প কিছু বয়স্কব্যক্তি ছাড়া মিছিলের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়নি এবং সমর্থকদের পুলিশের লাঠির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ময়দানের মাঠে ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে, সেখানে বিজেপির প্রথম সারির নেতা–সমর্থক ও দলীয় কর্মীদের মিছিলে সব সময় এগিয়ে থেকে পুলিশের লাঠির আঘাত সহ্য করেছে যা আগামী দিনে দলীয় কর্মীরা লড়াইয়ের ময়দানে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবে এবং অন্যান্য দলথেকে বিজেপিতে যোগদানের প্রবণতা অনেক বাড়বে। পরিশেষে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যেখানে রাজ্য অফিসে আহত কর্মীদের চিকিৎসা চলছে সেখানে পুলিশের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের এলাকার কিছু স্থানীয় মানুষ নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত না করলেও চলতো। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আটক বিজেপি নেতাদের শুক্রবারই জামিন মঞ্জুর করে বিশেষ আদালত।

ফেরিঘাটে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পারাপার

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যাত্রী পরিবহনের পাশাপাশি ভুটভুটিগুলিতে মোটর সাইকেল, সাইকেল, চাল, ডালের বস্তাও তোলা হয়। অতিরিক্ত যাত্রী থাকার ফলে প্রায়শই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে।

সূত্রের খবর : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে মোট ২২টি ফেরিঘাট আছে। এর মধ্যে ১১টি ফেরিঘাটকে ১০ লক্ষ টাকা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সংস্কারের জন্যে। জেলায় এ পর্যন্ত ২২টি ফেরিঘাটের মধ্যে ১০টি ফেরিঘাটে কংক্রিটের, ২টি আংশিক কংক্রিটের এবং বাকি ১০টি ফেরিঘাট এখনও পর্যন্ত বাঁশের। অধিকাংশ ফেরিঘাটেই নেই শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলো, পানীয় জল ও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। সময় সারণী, টিকিটের মূল্য লেখা নেই বহু জায়গায়। বাঁশ ও কাঠের সাঁকো রয়েছে শ্যামনগর ঘাট ও দেবীতলা ঘাটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে দেবীতলা ঘাট ও শ্যামনগর ঘাটে সংস্কার করা হোক। কারণ এই ঘাটগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এছাড়া নিয়মিত নৌকোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও একান্ত জরুরি। সংশ্লিষ্ট যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত, উত্তর চব্বিশ পরগনা তথা বারাকপুর মহকুমা প্রশাসন অবিলম্বে এই ঘাটগুলির সংস্কার না করলে যাত্রীরা আবারও দুর্ঘটনা কবলিত হতে পারেন। নীতিগতভাবে যার দায় বর্তাবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের উপর বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

বেহাল কাঁকুড়িয়া সেতু

প্রথম পাতার পর

এরঅগত্যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ পরাপার করছেন।' স্থানীয় কৃষক হাকিম আলি বৈদ্য ও সাহাবুদ্দিন বৈদ্য বলেন, 'বিগত বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরেও এই সেতুটির সংস্কার করেনি। বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও সেতুটির সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। আমরা কৃষিপণ্য সহ বিভিন্ন কাজে কম সময়ে বনপোতা বাজার, সোনপুর বাজার ও ভাঙর বাজারে যেতে পারি। কিন্তু সেতুটি ভেঙে পড়ায় আমাদের দুর্দশার শেষ নেই।' হাড়োয়া ব্লক ফুরফুরা দরবার শরিফ মোজাদ্দেদিয়া অনাথ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক আলহাজ হাফেজ আজিরউদ্দিন বলেন, 'সেতুটি দিয়ে স্কুল–কলেজ ও মাদ্রাসার পড়ুয়ারা অতি সহজে ও কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এর ভগ্নদশায় তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই।' তিনি আরও বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে রাতের অন্ধকারে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনী প্রচারে এসে সেতুটির সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বারংবার। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর সব ভুলে গিয়েছেন। এমনকি স্থানীয় বিধায়ক ঊষারাণী মন্ডলও তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেননি।' ঊষারানী মন্ডল তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের এলাকাতে এই ধরনের একাধিক সেতু রয়েছে। যেগুলি সারানোর জন্যে সেচ দফতরে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি সারানোও হয়েছে। কাঁকুড়িয়া সেতুটির নিচের মাটি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞরা নিয়ে গিয়েছেন। খুব শীঘ্রই এটি সংস্কারের কাজ শুরু হবে।' হাড়োয়া ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সাফাইয়ের সুরে বলেন, 'আমি এখানে নতুন এসেছি। এ নিয়ে আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি।'

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত আকাদেমির অনুষ্ঠান কল্যাণীতে

সব্যসাচী সান্যাল : আজও প্রবীণ মানুষদের কানে ভেসে আসে বাংলা সঙ্গীত জগতের ক্ষণজন্মা সঙ্গীত সাধক প্রয়াত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া ঠুংরি, টপ্পা, পুরাতনী, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান গানের নানা কলি। তিনি কথা ও সুরের মেলবন্ধনে এক অমর সৃষ্টি করে গেছেন। সুরেলা বৈঠকী মেজাজে গাওয়া গান বাঙালির হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। দরাজ গলার গায়কী ভঙ্গির অনুকরণ এই প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। তাঁরই সৃষ্টি গানের রেশ আর গায়কী ভঙ্গী পাওয়া গেল সুযোগ্য পুত্র ও তাঁরই গানের ধারাবাহিতা বজায় রাখা আজকের প্রতিথযশা শিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্যা দীর্ঘ দিনের তালিম নেওয়া শিল্পী মালা ব্যানার্জীর কাছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ রাগিনীর ওপর দেখা গেল তাঁর অনায়াস বিচরণ। মালা ব্যানার্জী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত আকাডেমির সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এবং কল্যাণী শাখার অধ্যক্ষা। তার গুরু শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘদিনের তালিমের পরিচয় রাখলেন গত ২১ মে সুভাষচন্দ্র বসু প্রশিক্ষণ ভবন, কল্যাণীতে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহারের মধ্যে দিয়ে। আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মালা ব্যানার্জীর গাওয়া রামকৃষ্ণ কথা কও নামে একটি ভক্তিগীতি সিডি প্রকাশিত হয়।

এই সিডিটির কথা ও সুর শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় আর তবলা ও তালবাদ্যে ঋষিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণী একটি সাংস্কৃতিক সচেতন শহর বলে সিডিটি এখানে প্রকাশ করা হোল। এই সিডিটির উদ্বোধন করলেন কল্যাণী ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অত্যন্ত জনপ্রিয় কাউন্সিলর নিবেদিতা বসু ও কল্যাণীর বিদগ্ধ নাট্য নির্দেশক সন্দীপ চৌধুরী। আকাদেমির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শিল্পীর কাছে তালিম নেওয়া বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থী যেমন যুথিকা বসু, তৃপ্তি চৌধুরী, তানিয়া দাস, প্রতিমা মন্ডল, শ্রেয়াষ প্রসাদ, বিজয়া মন্ডল, অদিতি বিশ্বাস, তাপস রায়, করবী সাহু, অর্চ্চনা নন্দী, অমিত জ্যোতি নন্দী প্রমুখ শিল্পীরা নানা স্বাদের সাবলীল ভঙ্গীমায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঘরানার গানের উত্তরসুরী অত্যন্ত সুরেলা গলার অধিকারী মালা ব্যানার্জী। শিল্পী তার গুরুর কাছে যেরকম তালিম নিয়েছেন তেমনিভাবে একই পদ্ধতিতে শিষ্য শিষ্যার কাছে সমানভাবে সংবেদনশীল মন ও আন্তরিক ভাবে শিক্ষাদান করে চলেছেন। সব থেকে দেখে ভাল লাগল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্র, ছাত্রীকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি স্মারক উপহার দিয়ে তাদের শিল্পী সত্তাকে সম্মান জানিয়েছেন যা এক বিরল দৃষ্টান্ত। সাধারণত দেখা যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে শিল্পী তাঁর গান নিয়ে এত মগ্ন হয়ে যান যে তাঁর শিষ্য শিষ্যাদের যারা তাঁর সাথে একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাদের সম্মান জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেন। যোগ্য সঙ্গত করে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে জয়া মন্ডল ও আবীর সরকার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন কল্যাণীর প্রবীণ নাগরিক ও সুররসিক, ভ্রমণ পিপাসু সোমনাথ ঘোষাল। একটি শ্লোক উচ্চারণের মধ্যে তিনি হলে ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের সাথে উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে আর একজন গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন, এতদঅঞ্চলের সুপরিচিত নাট্যকার বিমল চন্দ্র গড়াই। নাট্য ব্যক্তিত্ব ও দক্ষ সঞ্চালক সন্দীপ চৌধুরী তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তোলেন।

আবার অরিন্দম

নানা বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতনতা করাই যার কাজ সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ফের ফিরে এলেন আরও কয়েকটি নিবন্ধ নিয়ে। এর আগে আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লিখে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। এবারের ৫টি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি।

অভিযোগ–১ : মহাশয়, গত কাল রাতে আমার ট্যাক্সিতে তিনটে ছেলে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চলার পর ওদের একজন আমাকে কাছের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এবং জল আনতে বলে ১০০ টাকা দিলে আমি ট্যাক্সি থামিয়ে দোকান থেকে ওগুলো কিনে এসে দেখি আমার ট্যাক্সি রাস্তায় নেই।

অভিযোগ–২ : আমি আমার মেয়েকে নিয়ে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে বহুক্ষণ সদর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থেকেও বাড়ি ফিরবার কোনও যানবাহন না পেয়ে চিন্তায় ছিলাম। ঠিক সেই সময় একজন লোক মোটর সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের এত রাতে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে আমি আমাদের দুর্ভোগের কথা জানাতে উনি সাহায্যে এগিয়ে আসেন। যেহেতু উনি আমাদের বাড়ির দিকেই থাকেন তাই মোটর সাইকেলে ওনার পেছনে আমার মেয়েকে এবং মেয়ের পেছনে আমাকে বসতে বলায় আমরা সেই ভাবেই বসি উনি নিজের হেলমেটটা আমার মেয়ের মাথাতেও পরিয়ে দেন। কিছুক্ষণ চলার পর ওনার মোটর সাইকেল খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমাকে নেমে একটু ঠেলতে বললে আমি গাড়ি থেকে নেমে ঠেলতে যেতেই সে তীব্র বেগে আমার মেয়েকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে যায়। আমি পিছনে ছুটতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে প্রচন্ড চোট পাই আমার মেয়েকে দয়া করে তাড়াতাড়ি বাঁচান তা নয়ত...

উপরিউক্ত দুটো ঘটনাতেই সব আসামী আলিপুর কনট্রোল রুম এবং আমার সহকর্মীদের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায়। মেয়েটি যেমন মায়ের কাছে ফিরে আসে, ট্যাক্সি ড্রাইভারও তার গাড়িটি ফিরে পায়। কারণ ওই দুটি দিনেই আমার R.T. Night Duty ছিল। সেই সময় আমি বেহালা এবং পরে মহেশতলা থানায় পোস্টিং এ ছিলাম, মেয়েটি ক্লাস টেন–এ পড়তো। কিন্তু ওর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। আসলে গাড়ি খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা ছিল মিথ্যা। যখন মেয়েটিকে নিয়ে প্রচন্ড বেগে পালাচ্ছিল সে পেছন থেকে ওর কানে কামড় দিয়ে দুহাতে চুলের মুঠি ধরে জোরে ঝাঁকুনি মারতেই ভারসাম্য হারিয়ে দুজনেই মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যায়, ফলে ওই দুষ্কৃতীর পা ভেঙে যায় মেয়েটিও চরম সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায়, শুধু আমরাই নয় অন্য থানার রাতের টহলদারি গাড়িও ঠিক সময়ে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

ট্যাক্সি উদ্ধারের সময় ওই তিন জনও ধরা পড়ে যায়। পরে তদন্তে জানা যায় এরা দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজে লিপ্ত। এই ঘটনার ২/৩ দিন আগে ওরা একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায়। সেদিন বেহালা তারাতলার মোড় থেকে বজবজে যাওয়ার জন্য রাত প্রায় দশটার সময়ে তারাতলার মোড়ে ড্রাইভার যাত্রীর অপেক্ষায় ছিল। দুটি ছেলে বজবজে যাওয়ার জন্য ১৫০ টাকার চুক্তিতে ঠিক করে এবং ওই দুজনে ড্রাইভারের পিছনের সিটে বসে।

কিছুক্ষণ চলার পর তৃতীয় ব্যক্তি হাত দেখিয়ে গাড়িটি থামিয়ে মহেশতলা বাটার মোড়ে যাওয়ার কথা বলায় ড্রাইভার পিছনের দুজন যাত্রীর অনুমতি নিয়ে ৫০ টাকার চুক্তিতে তাকে ট্যাক্সিতে বসে বললে সে সামনে ড্রাইভারের বাঁদিকে বসে, আসলে এই তিনজনই একই গ্রুপের এবং ছিনতাইবাজ যা ড্রাইভার একটু বেশি টাকা আয়ের কথা চিন্তা করায় বুঝতেই পারেনি। কিছুক্ষণ চলার পর ড্রাইভারের পেছনে ডানদিকে যে বসে ছিল সে হঠাৎ গামছা দিয়ে ড্রাইভারের গলায় প্রচন্ড জোরে পেঁচিয়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভারের পাশে যে ব্যক্তি পরে উঠেছিল সে ওর টাকা, চাবি নিয়ে ট্যাক্সির ডানদিকের দরজাটা খুলে ড্রাইভারকে ধাক্কা মেরে চলন্ত ট্যাক্সি থেকে ফেলে দিয়েই গাড়িটি নিয়ে পালায়। আর হতভাগা গাড়ির চালককে উল্টোদিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা লরি পিষে দিয়ে চলে যায়। এই কায়দায় অথবা লরি ড্রাইভারদের সাথে ভাব জমিয়ে চায়ের সাথে নেশার জিনিস খাইয়ে লরি বা অন্য গাড়ি অন্য জেলায়, রাজ্যে নয় এমন কি বাংলাদেশেও লরি পাচার করে দেয়। এই সব কাজে মানে নাম্বার প্লেট পরিবর্তন থেকে কাগজপত্র ঠিক করার পেছনে থাকে কিছু অসাধু মোটর ভেহিক্যালস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারি, ফলে এই সব লরি কোনও দিনও পাওয়া যায় না।

অতএব অচেনা মানুষের সাহায্যে বাড়ি ফেরা, সামান্য পয়সার লোভে মাঝপথে যাত্রী তোলা, যার তার কাছ থেকে চা, ঠান্ডা পানীয় সেবন করা থেকে প্রতিমুহূর্তে সাবধানতা অবলম্বন করলে ভাল হয়।

কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত চন্দননগর পুস্তকাগার ভগ্নদশায়

মলয় সুর, চন্দননগর : ফরাসি শহরে শতাব্দী প্রাচীন চন্দননগর পুস্তকাগার আর কয়েক বছর পরেই ১৫০ বছরে পড়বে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পয়লা অক্টোবর যদুনাথ পালিতের উদ্যোগে চন্দননগরের উর্দি বাজার এলাকায় একখানি ভাড়া বাড়ির দোতলায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'চন্দননগর পুস্তকাগার'। এরপর ১৯২০ সালের ২৩ মে চন্দননগর পুস্তকাগারের নিজস্ব বাড়ির উদ্বোধন হয়। লাইব্রেরি ভবনের প্রস্তর ফলক থেকে জানা যাচ্ছে, এই মন্দির দানবীর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ দেশবাসী জনসাধারণের জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান করে তৈরি করেছেন। প্রকান্ড বাড়িটিতে দুটি অংশ। একদিকে অডিটোরিয়াম নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির। হরিহরের পিতৃদেবের স্মৃতিতে ৯০০ দর্শন আসনের এই অডিটোরিয়াম, বাড়ির অপর অংশে চন্দননগর পুস্তকাগার।' একই দিনে নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে চন্দননগর পুস্তকাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এরপর এই লাইব্রেরিকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বইপত্রের ভান্ডার দ্রুতবেগে বাড়লেও বইপত্র সংগ্রহ হয়েছে কিন্তু চমৎকার পরিকল্পনা মাফিক। সবরকমের বইপত্র যাতে এখানে স্থান পায় সেই চিন্তা মাথায় রেখে কর্মকর্তারা প্রয়াস চালান। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে যে বিংশ বঙ্গীয় প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর উদ্বোধক ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়া সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এই লাইব্রেরিতে পা রেখেছেন বাংলার বহু মনীষী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিদগ্ধ জনেদের পদধূলিতে ধন্য চন্দননগর পুস্তকাগার এবং নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির। ১৯৫১–র ২ ফেব্রুয়ারি ফরাসি সরকার চন্দননগরকে ভারত সরকারের কাছে আইনত হস্তান্তর করে। ১৯৫৪–র ২ অক্টোবর এ শহর আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়। চন্দননগরে জিটি রোডের ধারে বাগবাজার এলাকায় 'চন্দননগর পুস্তকাগার'। এই ঐতিহ্যমন্ডিত লাইব্রেরিটি ১৪৫ বছরে পা দিল। বর্তমানে লাইব্রেরির গ্রাহক সংখ্যা ২৭০১৬ জন। এই লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা ৬২ হাজার ৮০০০৩২। এমন কি ঐতিহাসিক ফরাসি বই আছে ২২৫টি। শিশু বিভাগে আছে ২৫০টি বই। মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য নথি রয়েছে ১২৫০টি। প্রতিদিন গড়ে এখানে বই লেনদেন হয় ৯০–১০০টি। প্রতিবছর রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে ১০ হাজার টাকার বই জেলার বইমেলা থেকে কেনা হয়। কর্মী সংখ্যা দু'জন। গ্রন্থগারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রন্থাগারকর্মী অনুপমা পাল। এছাড়া চারজন স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। সোমনাথ হাজরা, সুমন্ত পাল, পরাশর দে সরকার ও সাগর সেন। বহু বছর ধরে সামান্য পারিশ্রমিকে পাঠকদের সেবা করছেন। সোমনাথবাবু ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জানালেন। তার স্বপ্ন এখানে বইয়ের সংখ্যা এক লাখে পৌঁছানো, লাইব্রেরিতে 'ইনফরবেশন কর্ণার' চালু করা, এছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে বই লেনদেন শুরু করা। একই সঙ্গে বর্তমানে নিত্যগোপাল শিক্ষা মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায় চলছে। লাইব্রেরির একদিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য একটি হল আছে। অপরদিকে বিল্ডিংয়ের একটি অংশে এয়ারটেল সংস্থার শোরুম রয়েছে। তবে সব স্বপ্নই যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে এই লাইব্রেরির বিশাল বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। দিনের পর দিন অবহেলায় ঐতিহাসিক ভবনটি শোচনীয় হয়ে পড়ছে। লাইব্রেরি ভবনের চারদিকে দেওয়াল ইঁট, চুন পলেস্তারা খসে পড়ছে। ফরাসি শহর চন্দননগরের বুকে এই নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির বাংলার স্থাপত্য শিল্পের বিরল নিদর্শন হলেও সরকারের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা আছে বলে মনে হল না।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে যে বিংশ বঙ্গীয় প্রথম সাহিত্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর উদ্বোধক ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিদগ্ধ জনেদের পদধূলিতে ধন্য চন্দননগর পুস্তকাগার এবং নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির।

রবীন্দ্রনাথ গুরুসদয় জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পক্ষ থেকে, প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম ও গুরুসদয় দত্তর ১৩৫ তম জন্মদিন। কলেজের অধ্যক্ষ স্বপ্না মুখোপাধ্যায় জানালেন, প্রতিষ্ঠানের ৫৭তম ও ৫৮তম ব্যাচের ছাত্রীরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি ছাড়াও ছিল রবীন্দ্র গীতি নৃত্য আলেখ্য 'আসব যাব চিরদিনের সেই আমি' এবং চন্ডালিকা নৃত্য নাট্যের শেষ পর্যায়। এই সঙ্গে ছিল সমবেত কণ্ঠে গুরুসদয় দত্তর গুরুবন্দনা এবং জীবনীপাঠ। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও গুরুসদয় দত্ত সম্পর্কে বক্তব্য অধ্যক্ষ স্বপ্না মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও ব্রতচারী আন্দোলনের নেতা তথা বাংলার গ্রামীণ লোক সংস্কৃতির আবিষ্কর্তা গুরুসদয় দত্তের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। উপস্থিত দর্শক ও ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহভরে এই দুই কৃতী বাঙালির জীবন সম্পর্কে অবহিত হয়।

রাসবিহারী বসুর জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালন করা হল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে দক্ষিণ কলকাতার পি–৬৫ লেকভিউ রোডে। রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিভিন্ন সদস্য সদস্যারা মাল্যদান করেন। ১ ঘন্টা নীরবতা পালনের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় এই মহান বিপ্লবীকে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজ্যশ্রী চৌধুরী তার বক্তব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন রাসবিহারী বসুর অবদান ভারত মাতার জন্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরও গুনীজনেরা।

অন্যদিকে বিজয়গড়ে ২৬ মে নেতাজি চর্চা কেন্দ্রে রাসবিহারী বসু, কাজী নজরুল ইসলাম ও অনীল রায়ের জন্মদিন পালন করে নেতাজি চর্চা কেন্দ্র ও জয়শ্রী পত্রিকার নবীন প্রবীণ সদস্য সদস্যারা। নজরুল ইসলাম ও রাসবিহারী বসুর ওপর বক্তব্য রাখেন ডঃ পবিত্রমোহন গুপ্ত। অনীল রায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে আবৃত্তিতে ও বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে আলোচনায় আসর হয়ে ওঠে হৃদয়স্পর্শী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়শ্রী পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক বিজয় নাগ সহ আরও দিকপালেরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে ২৫ মে বৃহস্পতিবার বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ১৩২ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। চন্দননগর স্ট্যান্ড রোডে অবস্থিত চন্দননগর গর্ভনমেন্ট কলেজের (ডুপ্লেক্স) সামনে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে ও ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। এছাড়া সংগঠনের কর্ণধার প্রাক্তন শিক্ষক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ চক্রবর্তী ও রবি মুখোপাধ্যায় মাল্যদান করেন। চন্দননগর বাসীর গর্ব এই সুসন্তানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আজও চন্দননগর বাসীর হৃদয়ের ধন। একজন যোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর পরিকল্পনা তাঁরই। তিনিই জাপানে প্রতিষ্ঠা করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। জাপানীরা তাঁকে 'সূর্যপুত্র' রূপে সম্মান জানায়। ভগবান বুদ্ধ অথবা জাপান সম্রাট ছাড়া এই দুর্লভ মর্যাদা কাউকে দেওয়া হয়নি। এদিন সকালে চন্দননগর ডুপ্লেক্স কলেজে জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে শ্যামল পাল বেহালায় যন্ত্রসঙ্গীতে মোহিনী চৌধুরীর বিখ্যাত লেখা 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান' সুরের ঝংকার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর কবি স্বরূপ দাস (প্রণবেশ্বর) রবি ঠাকুরের দেশাত্মবোধক কবিতা

চন্দননগর

শঙ্কচো বিহ্বলতা পাঠ করেন। রাসবিহারী বসুর গবেষণামূলক প্রাসঙ্গিক ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে পড়ে শোনান শ্যামল পাল। অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ করেন বিকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন ১৮৮৬ সালের ২৫ মে। চন্দননগরে তাঁর পৈতৃক বাড়ি আছে। যদিও তাঁর মাতুলালয় ভদ্রেশ্বর পালাড়া গ্রামে। এই নিয়ে অনেক মত পার্থক্য হতে পারে। তিনি পি এম ঠাকুর ছদ্মবেশে জাহাজে করে জাপান পালিয়ে যান। সাড়ে চার মাসে জাপানি ভাষা শিখে জাপানি ভাষায় ১৬টি বই লেখেন। এর মধ্যে উল্লেখ্য, রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' তিনি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর বাবার নাম বিনোদ বিহারী বসু। তিনি মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু মগজে ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল। তিনি ১৯৪৩ সালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সমর্পণ করেন। তৎকালীন নেতাজির বয়স ৪২ বছর। অপরদিকে রাসবিহারী বসুর ৫৭ বছর। জাপানের টোকিও শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে দুজন ভারতীয় বিপ্লবীর পরিচয় পর্ব ঘটে। প্রসঙ্গত, রাসবিহারী জাপানে থাকাকালীন জাপানী মেয়ে তেশিকোকে বিবাহ করেন। তাদের একমাত্র ছেলে ও মেয়ে মাৎসুকি ও তেতুকু। বর্তমানে শিক্ষিত নবীন প্রজন্মের উদার মনের ছেলে মেয়েদের সংগঠন কাছে টানতে আগ্রহী। অন্যদিকে চন্দননগরে আর একটি সংগঠন সংযুক্ত নাগরিক কমিটি তরফে প্রাক্তন পরিবেশ দূষণ পর্ষদের ল' অফিসার বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এছাড়া সম্পাদক সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক অভিজিৎ সেন ছিলেন।

সুন্দরবন বাঁচাতে সাগরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর : জীবকূলকে রক্ষা করা ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পরিবেশের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণকে যাতে সবাই সমবেত ভাবে কাজ করতে পারে তারই উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিমপীঠ রাসমণি মিশনের উদ্যোগে সচেতনতা চলছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় জোর দেওয়া হয়েছে এই সচেতনতা। প্রত্যন্ত সাভার দ্বীপের চৌরঙ্গি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, পরিবেশ বিজ্ঞানী অমলেশ মিশ্র, শিক্ষক মধুসূদন ঘোড়ুই, অধ্যাপক ইন্দ্রনীল দাস সহ অনেকে। সেমিনার ছাড়াও ছিল পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ওপর বসে আঁকো, ক্যুইজ ও বিভিন্ন বিজ্ঞান মডেলের প্রদর্শনী।

বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে আগামী

দিনে সুন্দরবনের বিপর্যয় আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মহলে। সরকারের তরফ থেকে এই ধরিত্রী দিবস ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনা বাড়াতে বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়। রাণী রাসমণি মিশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল। সাগর চৌরঙ্গি প্রাইমারী স্কুলের পড়ুয়ারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী নজর কাড়ে।

লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের সম্পাদক অমিতাভ রায় বলেন ''শিক্ষক ও পড়ুয়াদের জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা বাড়ানো হয়। বিভিন্ন ব্লকের ক্লাবগুলিকে জামরুল ও আমগাছের চারা বিলি করা হয়। চৌরঙ্গি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাপস মন্ডল বলেন ''লোভশূন্য নিঃস্বার্থ মানসিকতা গাছের প্রতি মমত্ববোধ, বৃক্ষপ্রীতি অরণ্য সংরক্ষণের মন্ত্র বড়ো হাতিয়ার।

বৃক্ষরোপন করে সস্নেহে পরিচর্য রক্ষণাবেক্ষণ করলে, কালক্রমে তারাই দেবে প্রানদ বায়ু, পরম শান্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি। আর এভাবেই সুন্দরবনকে ও বাদাবনকে রক্ষা করা যাবে।

মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসাথী আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বিষয়ক একটি আলোচনার আয়োজন করেছিল দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার সরকারের মান্যতা প্রাপ্ত মেডিকেয়ার নার্সিংহোম। গত ২১ মে তারামা ভিলায় ওই আলোচনা সভায় বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, সিভিক ও ভিলেজ পুলিশ, আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যভবনের আধিকারিক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ শর্মা। তিনি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে সম্ভবত এই ধরনের সেমিনার প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের ডিরেক্টর ডাঃ মসিহুর রহমান। তিনি বলেন, আমাদের নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের বছর বিনামূল্যে দেড় লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সেবা করাই আমাদের নার্সিংহোমের মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বিএমওএইচ ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ, বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

মাঙ্গলিকী

ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ই এপ্রিল উক্ত সংগঠনের মাসিক সভায় ৩১ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করলেন— বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাঘরে তখন একটি চেয়ারও খালি নেই ('ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী...)। উদ্বোধনী সঙ্গীতে ('আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার') আসরকে বেঁধে দিলেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী। এরপর নানান জনের স্বরচিত কবিতা পাঠ মাঝে মাঝে কিছু গান, আসর জমে উঠল। এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন সুদীপা সাহা ('প্রথম দেখা'— স্মৃতিমেদুর রোমান্টিক ছন্দময় রচনা), ঝুনু ভৌমিক ('আকাঙ্খার কুঁড়ি' (জীবনে অনেক কিছু না পাওয়ার বিষয়ে নিজেকেই প্রশ্ন — অনবদ্য রচনা), শৈলেশ চন্দ্র দাস ('নারী' ভাল লাগবার মতন কবিতা), অসীম চৌধুরী ('শব্দেরা খেলা করে'— অতি হৃদয়স্পর্শী রচনা— অসীমবাবু আপনি নিয়মিত সভায় আসেন না কেন?), আরতি দে (বৈশাখ নিয়ে কবিতা 'তুমি যখন এলে'— পাঠের জন্যে সুন্দর নির্বাচন), কৃষ্ণ পাল ('দেনা পাওনা' দুর্দান্ত ব্যাঙ্গাত্মক রচনা— কবিতার ধর্মকে বজায় রেখেই), অমৃতা চট্টোপাধ্যায় ('ঢাক'— গভীর ভাব সমৃদ্ধ রচনা), বরিষ্ঠা ছবি মুখার্জী (শায়েরী শোনালেন— অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী রচনা), সুরজিত ভৌমিক ('ইচ্ছে কুসুম'— অন্য মাত্রার কবিতা) প্রমুখ।

গানে গানে আসর জমালেন কবি কান্ত মন্ডল ('ভোলা মন' স্বরচিত স্বসুরাপিত বাউল ধর্মী গান), পৃথা সেন ('পথে আমায় নিলে পাশে'), বাসুদেব দাস (স্বরচিত, স্বসুরাপিত 'চৈত্র শেষে'র লোকগীতি ধর্মের গান— অন্যের গানের সাথে খঞ্জনীতে সুন্দর সঙ্গতও করলেন), শ্যামল বিশ্বাস ('নজরুল গীতি' ৮০-র কোঠায় পৌঁছে যাওয়া 'তরুণ' সঙ্গীত শিল্পী!), কৃষ্ণ পাল ('কত কথা হল বলা'— কবিতা আর গানে প্রকৃতই 'সব্যসাচী'), ভক্তি মিত্র ('দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে'— হৃদয় স্পর্শী পরিবেশন), চন্দ্রাণী কর্মকার, বনানী ব্যানার্জী প্রমুখ। গল্প শোনালেন ডাঃ শান্তি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়— ভালই। সুরজিত ভৌমিকও মোটামুটি ভালো অনুগল্প শুনিয়েছেন।

এই ধরনের আসরে সাধারণতঃ প্রবন্ধ পাঠ জমেনা। তবে ব্যতিক্রমও তো আছে— তারই নিদর্শন এদিন আসরে 'প্লাবন' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক স্বপন দত্তর 'হযবরল'-এর রচয়িতা সুকুমার রায়কে নিয়ে অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ, মনোগ্রাহী নিবন্ধ পাঠ— সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধটি একান্তে পড়লে আরও ভাল লাগবে। শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস 'ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা' মঞ্চের সেই ষাট-এর দশক থেকে পথ চলার কথা টুকরো টুকরো ভাবে বললেন— আসরকে সমৃদ্ধ করলেন। বর্তমানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাঘরে যে প্রতি মাসে সভা হচ্ছে তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানালেন আপন ভোলা কবি, সংগঠনপ্রান শৈলেন চন্দ্র দাসকে। এছাড়া শোনালেন হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত কবিতা, 'মাতৃভাষা যেখানে বাংলা'।

সব শেষে বলব এদিন সংগঠনের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র নিজেকে শুধুই সভার 'সঞ্চালক'-এর ভূমিকায় 'বন্দি' রাখলেন ('তুমি রবে নীরবে'?)

চা পানের সাথে ৩১ জনের উষ্ণ পারিবারিক সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার আরতির পঞ্চপ্রদীপ এর উত্তাপ হৃদয়ে নিয়ে সবাই ঘরের পথে পা বাড়ালেন আবার পরের সভায় আসবার ইচ্ছে নিয়ে...

পত্র-পত্রিকার আলোচনা

ঝরা বকুল

(সুশীল দাসের গল্প সঙ্কলন / প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ / দাম ১২০ টাঃ) – লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং গল্পের প্রথম বই। ১৮টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলি সোজা ভাবেই হাজির করেছেন লেখক, প্রয়োগ-পরিকল্পনায় কোনও নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল না। কয়েকটি গল্প-কে ঠিক গল্প বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ ধন্দ থেকে যায়। জীবন বয়ে যায় লেখাটি লেখকের আত্মজীবনী তা বুঝে নিতে পাঠকদের বিলম্ব হবে না। ইচ্ছেপূরণ গল্পটি লক্ষহীনভাবে এগিয়েছে, পরিণতিতেও কোনও চমক নেই। সায়ন্তনীর সংসার গল্প-টিতে নাটকের উপাদান মজুত ছিল, কিন্তু লেখক সুমন্ত-সায়ন্তনীর রেস্টুরেন্টএ খাওয়াদাওয়ার বিশদ খাদ্য-তালিকা পেশ করেছেন, যা কোন ভাবেই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। সমাধান গল্পটিরও ভালো গল্প হয়ে ওটার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও শেষ পর্বে নড়বড়ে হয়ে গেল। তুচ্ছ অজুহাতে তথাকথিত শিক্ষিত স্বচ্ছল সন্তান জন্মদাত্রীকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে। স্ত্রীর মারণ-রোগের কথা শুনে নির্লজ্জের মত মা-কে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে ছোটে, উদ্দেশ্য বিনি-মাইনের সেবিকা যোগাড়-করা। কিন্তু বিন্দুবাসিনী কেন বিনা প্রতিবাদে সংসারে ফিরে আসতে রাজী হলেন! লেখক কেবল গল্প বলতে চেয়েছেন, বিন্দুবাসিনী চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন না। গল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে অবদমিত, বঞ্চিত, প্রতারিত চরিত্র গুলির প্রতি লেখকের কাছে যে সংবেদনশীলতার প্রত্যাশিত ছিল, তা বারে বারে উপেক্ষিত হয়েছে। ছাপা এবং বাঁধাই পরিপাটি, কিন্তু প্রচ্ছদ চিত্রটির ব্যঞ্জনা বোঝা গেল না।

চুপকথার দেশে

(কালাইলাল পালোধীর কবিতা সঙ্কলন / প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ / দাম ১০০ টাঃ)-কবিতার সঙ্কলনটির নামকরণ বেশ রোমান্টিক, কিন্তু সংকলিত কবিতাগুলির অধিকাংশ জীবন-রেখার পথ ধরে ঘোরাফেরা করেছে। জীবন ও মৃত্যু-র নিত্য আসা-যাওয়া কবিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, তাই বারেবারেই জীবনের কথা বলেছেন উনি। জীবন ও মৃত্যু, রোমন্থন, হে রাজাধিরাজ, সুচেতনা, পরবাসী, চিরন্তনী প্রমুখ কবিতাগুলির মূল সুর জীবন ও মৃত্যুর ক্রমাণ্বয়। নারী-দের প্রতি হিংসা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধেও কিছু কবিতা সোচ্চার – লজ্জা, নগ্নকথা, সংগ্রাম অবিরত, ইজ্জত প্রমুখ। ভাষা শহীদদের স্মরণে দুটি কবিতার মধ্যে ১৯শে মে কবিতাটি অতি দীর্ঘ আয়তনের বোঝা সামলাতে কেমন যেন বেসামাল হয়ে গেল। আরও একটু আঁটোসাঁটো কি করা যেত না। শেষ পর্বে আঞ্চলিক ভাষার দু-টি কবিতায় পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষদের সুখ দুঃখ ও আশা-নিরাশার কথা ফুটে উঠেছে। এই প্রতিবেদকের মনে মাঝেমাঝে একটি প্রশ্ন ভেসে ওঠে, তা হল পশ্চিমবাংলার আঞ্চলিক ভাষা বলতে কি কেবল সাঁওতালী ভাষা! খুনসুটি কবিতাটি দুই বার ছাপা হয়েছে (৩৫ পাতায় এবং ৫৩ পাতায়) কেন বোঝা গেল না। স্বপ্নের রানি ও মধুমিতা, হাড়-কাটা গলি, কে প্রথম ইত্যাদি কবিতা সেভাবে দানা বাঁধলো না, শব্দের ব্যবহারেও পুরানো প্রকরণের ছাপ। বেশ কিছু বানান-ভুল চেখে পড়ল – গণ্ডি হয়েছে গন্ডী, খণ্ডময় হয়েছে খন্ডময়, রাণী হয়েছে রানি, কনিষ্ঠা হয়েছে কণিষ্ঠা ইত্যাদি। ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম।

শূণ্য বালুচর

(অনিমেষ মজুমদারের কবিতা সংকলন / প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ / দাম ৬০ টাঃ) – গ্রন্থটির নামেই রোমান্টিকতার ছোঁয়া। নিয়ত সে নদীর সাথে কথা বলে ... / নিয়ত সে নদীর সাথে থাকে (নদীর সাথে), প্রিয়তমার মুখের লাবণ্য নিয়ে / দাঁড়িয়ে ছিল সময় (নতুন ঘর), অথচ তুমি দিয়েছ কত / অতলান্ত উদারতা / নিগূঢ় ভালবাসা / স্বপ্ন (প্রাকৃতিক), জানি সর্বস্বই নিয়ে যাবে / থাকবে পড়ে শুধু পাথর (প্রেমে-অপ্রেমে) – এমনতর আবেগ ও তীব্র অনুরাগ ফুটে উঠেছে কবিতার পর কবিতায়। তবু কবি বুঝি কখনো কখনো একাকী – এভাবেই কেটে যায় দিন / নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে বিপন্নতা (মনের দুই প্রান্তে), তোমরা আমার থেকে রেখো দূরত্ব / আরও গভীরেই যেতে চায় / আমার উন্মুক্ত একাকিত্ব (গভীরে যেতে চাই) ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা সেরকম ইঙ্গিত দেয়। অনিমেষের কবিতা পাঠকদের এক অন্য অনুভবের দুনিয়ায় অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পড়তে পড়তে আবিষ্ট হয়ে যায় মন, আর এখানেই কবি সফল। প্রচ্ছদ ভাবনা সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ঝকঝকে।

''অভিবাসনের কথকতা'' গ্রন্থটি আঞ্চলিক ইতিহাসের অমূল্য রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচুগোপাল মাজী প্রণীত 'অভিবাসনের কথকতা' শীর্ষক একটি পুস্তক পড়লাম। যাঁরা আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন তাদের কাছে এই পুস্তকটি একটি অমূল্য রতন। সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর লেখক তাঁর বংশের অতি প্রাচীন বংশানুক্রমিক পূর্ব-পুরুষদের আদি শিকড়ের সন্ধানে মনোনিবেশ করেন। তাঁর পিতামহ জ্যোতিষ শাস্ত্রের পন্ডিত হরিদাস মাজীর নিজ হস্তে লিখিত একটি বিজ্ঞাপনে নিজ বংশের শিকড়ের উৎস খুঁজে পান। লেখক ছুটে যান মেদিনীপুরের মুগুড়ে গ্রামে। সন্ধান পান নিজ বংশের পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান। কিন্তু বানভাসির কারণে মাজী বংশের গোপীনাথ মাজী দক্ষিণ ২৪ পরগনার তথা প্রাচীন সুন্দরবনের মাগুরা পরগনার দেউলিতে মাজী বংশের পত্তন করেন। নিজ বংশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মাচরণ তুলে ধরার পাশাপাশি মোঘল সাম্রাজ্য জমিদার প্রথা ইংরাজশাসন ব্যবস্থার অতিপ্রাচীন ঘটনাপ্রবাহ পাঁচু গোপাল মাজীর অভিবাসনের কথকতায় মূর্ত হয়ে ওঠে অনাবিল প্রাণ সজীবতায়। রায়পুর, ডোঙারিয়া, বিষ্ণুপুর, কামরা, মুচিশা, সাহেবান বাগিচা, বাওয়ালি প্রভৃতি অঞ্চলের অতিপ্রাচীন ভৌগোলিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিকাঠামো কেমন ছিল তা লেখক গভীর অনুসন্ধানের সঙ্গে তুলে ধরেন। ৭২ পৃষ্ঠায় লেখক লিখছেন, সাহেবান বাগিচা মৌজার পশ্চিম গায়ে নোদাখালি গ্রামের একটি স্থানকে চকনদী নামে এককালে জন সাধারণ জানতেন।

প্রাচীন সরস্বতী (বর্তমানে হুগলি নদী) থেকে একটি সরু নদী বেরিয়ে নোদাখালি বাজির চড়া, চড়া হাউড়ি, বিত্তিচড়া, চড়া রসুলপুর, কাজির চড়া, চড়া শ্যামদাস প্রভৃতির পাশ দিয়ে পূর্বে বিষ্ণুপুর থানার কাস্তে কুমারী নামে একটি গ্রাম পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। তাই নদীটির আরেক নাম ছিল কাস্তে কুমারী। ওই চকনদী বা কাস্তে কুমারী নদীর পাশে সাহেবান বাগিচার কোনও এক পদ্মলোচন হালদারের স্ত্রীকে ওই নদী তীরের ঘাটে এক কুমীর আক্রমণ করেছিল। বইটির পাতায় পাতায় এমনি সব তথ্য নির্ভর প্রাচীন কালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। ১৫২ পৃষ্ঠার বইটি পড়লে বোঝা যায়, বইটি রচনা করতে কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় লেগেছে। লোক পরিচয় গবেষণা পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি অবশ্যই আগামী দিনে লোক গবেষণার একটি দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। ধন্যবাদ লেখক শ্রী পাঁচুগোপাল মাজীকে।

অভিবাসনের কথকতা
শ্রী পাঁচুগোপাল মাজী
প্রকাশনা লোকগবেষণা পরিষদ
মূল্য ২৫০ টাকা

কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মোৎসব গত ৯ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত রবীন্দ্রসদন, শিশিরমঞ্চ, মুক্তমঞ্চে বিপুল উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই উপলক্ষে বিভিন্ন শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, কবিতাপাঠ, নৃত্যনাট্য ও নাটক পরিবেশন করেন। গত ১২ মে শিশির মঞ্চে যান্ত্রিক প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বশীকরণ' শ্রোতাদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। শিল্পীরা অসাধারণ অভিনয় করে দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে দেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবাল রায়, দেবর্ষি রানা, কমলেশ সরকার, পৃথু দুধোরিয়া, নবব্রত গুহ রায়, রিঙ্কু দাশ, ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্পিতা ভট্টাচার্য ও সুদেষ্ণা চক্রবর্তী। নাটক পরিচালনা করেন তরুণ তপন মিত্র।

সুতানুটি পরিষদের উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মে প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণেন্দু সেনগুপ্তর ৯৩ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সুতানুটি পরিষদ শ্যামপুকুর আঞ্চলিক কমিটি নিবেদিত এবারের ভাবনা সত্যজিৎ রায় স্মরণে এক আরলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের পুত্র চলচিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বহু সিনেমার বহু অজানা তথ্য ব্যাখ্যা করেন তাছাড়া সত্যজিৎ রায়ের খাদ্য রসিকের গল্প শোনান ও শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শম্পা বটব্যাল, সঙ্গীত পরিবেশন করেন অম্বর চক্রবর্তী ও ঈশিতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, রূপা সরকার, কিঙ্কর দে ও পুরমাতা করুণা সেনগুপ্ত।

রূপম কলাচক্রের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ এপ্রিল বাটানগর স্পোর্টস ক্লাবে রূপম কলাচক্র তাদের ৩২তম বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় কাননদেবী ও কালিকাপ্রসাদকে। সংগঠনের শিক্ষার্থীরা অভিনব নৃত্য-আলেখ্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোকদেব ও মহেশতলার কাউন্সিলার পীযূষ দাস। 'অন্তরঙ্গ' মানসিক মহিলা প্রতিবন্ধী বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী রিক্তা দাস নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী।

মনের অজান্তে

পাপিয়া দে (দাস)

বিচিত্র ভাষার সাথে রাত জাগা
জোছনার লুটোপুটি গাছের মাথায়
প্রাণের সম্পর্কে চলাই জীবন
আলোকের ঝরণাধারায় দূরান্তের আহ্বান
(বেলগাছিয়া, কোলকাতা-৩৭)

একাকীত্ব

নিত্যানন্দ দাস

মেঘে ঢাকা দিনে অলস দুপুরে
বড় একা মনে হয়
ঝাপসা স্মৃতির পাতা ঝরে।
পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটি
খুঁজি চেনা মুখ নির্জনতায়
হঠাৎ বৃষ্টি নামে বনানীর শুষ্কতায়
রোদ খুঁজি ভালোবাসার স্পর্শ পেতে
কিছু প্রশ্ন করি বনলতাকে
উত্তরে পাই ঝোড়ো বাতাস –

আকাশ ঘামে পড়ন্ত বেলায়
পশ্চিম সীমান্তে রক্তিমা-বলয়
আঁধার নামে নিঃশব্দে
তখন বড় একা মনে হয়।
সত্যিকার জীবন তো একাই
আমাদের আসা যাওয়া
মাঝে পৃথিবীর ছায়া।
এই বৃষ্টি, এই রোদ, কত লুকোচুরি
মানবিকতার প্রত্যাশায় বেঁচে আছি
(সালকিয়া, হাওড়া)

নারী স্বাধীনতা

বিজন চন্দ

জন্ম তোমার মানুষ-ঘরে
কিন্তু থাকলে হয়ে নারী
শৈশব থেকে পিতার শাসন
কষ্ট দেয় ভারী
যৌবনে স্বামীর শাসন
সংসারেই ঘানি।
মুখ বুজে সহ্য করতে
হবে তোমায় রাণী
বার্ধক্যে ছেলের শাসন
পুরুষ সমাজ তাই
নারী তুমি মানুষ হও
বল স্বাধীনতা চাই
(পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা -৯৩)

ভাঙা নৌকা

লাবণী মান্না

ঘোর অমানিশায় ডুবে যাওয়া জীবন
প্রতি রাতে হাতড়ে মরে
মনের মাঝে আশার আলো নিয়ে
মৃত জোনাকীদের সাথে
তবুও দৃষ্টি প্রদীপ জ্বেলে
জীবন সাঁকোর মাঝে দাঁড়িয়ে
শুধু দিন-রাতের খেলায় ভেসে চলা
জীবন সৈকতের চোরাবালিতে
দেবে যাওয়া শরীর আর মন নিয়ে
জীবন সাগরে ডুব দেওয়া
অতল গভীর সে সাগরে
এক টুকরো মুক্ত দানার আশায়
তবুও যেন সময়ের সাথে
জীবনের নৌকাডুবি শুধুমাত্র বেঁচে আছে
জীবনের পাড় ঘেঁষে উল্টানো ভাঙা নৌকা।
(কলকাতা-৮২)

পরিবেশ

কিশোরী মোহন নস্কর

পৃথিবী আমারে চায় রেখোনা বেঁধে আমায়
থাকব সুস্থ কোথায়, দূষণে মৃত্যু ঘনায়
লোভের আগুনে মানুষ হারিয়েছে আজ হুঁশ
খামখেয়ালীতে খুশ্, উড়ছে যেন ফানুস।
বিষাক্ত আবহাওয়া, সুস্থ জীবন চাওয়া !
কলে কারখানায়, অঢেল আবর্জনায়
ভরা সাগরের জল, ফলছে বিষের ফল।
চাই সুস্থ জীবন, পরিবেশ সচেতন
এত জেনেও কি আমরা করছি অনুভব ?
দূষণ রোধ করব, নয়তো অকালে মরব
আমরা ব্যক্তিগত নেব পরিচ্ছন্ন ব্রত
আত্মসমীক্ষা করে বলব সমস্বরে
দীর্ঘজীবন হোক, ভুলব দুঃখ শোক
এই পৃথিবী তবে বাসযোগ্য হবে
তরুণ প্রজন্ম যারা, এগিয়ে আসুক তারা
তাদের দলেও আমি, স্বাধীনতা সংগ্রামী।
(মধুসূদনপুর, কাকদ্বীপ,দঃ২৪পরগণা)

টাল খেয়েছে

ফণীভূষণ হালদার

টাল খেয়েছে টুনি মাসী, রাত্রি তখন ভোর
জানালা ভেঙে শলা করে বিদঘুটে তিন চোর
ডাক্তার ডাকো বদ্যি ডাকো, চারদিকে সব ছোটে
তিন চোরেদের মুখে তখন আনন্দ-খই ফোটে
সুযোগ বুঝে মাসীর ঘরে এটা ওটা টানে –
ঠিক সময়ে মাসীর ছেলে বদ্যি ডেকে আনে
টাল খাওয়া সেই মাসীমণি হঠাৎ উঠে এসে
একটা চোরের গলাখানা ধরল খুবই ঠেঁসে।
বদ্যি বলে রোগী কোথায়, ছেলে ভ্যাবাচ্যাকা
ছেলে বলে যাও চলে যাও, ধরে দিচ্ছি টাকা
টাল খাওয়া মা চোর ধরেছে, আমরা ভীষণ খুশী,
বাজার থেকে আন মিষ্টি, যা চলে যা টুসি।
(বাড়ীভাঙাবাদ, দঃ২৪ পরগণা)

লক্ষ হীরার দ্যুতি নিয়ে

বিশ্বনাথ মাঝি

লক্ষ হীরার দ্যুতি নিয়ে
তুমি এলে কাছে
আমি গেছি বড় পিছিয়ে
কিই-বা দেবার আছে !

তুমি হীরা তুমিই মাণিক
আমি কিছু নই
আমি বই দুঃখ খানিক
তাই-ই শুধু সই।

তোমার পাবার আছে অনেক
আমার থেকে যাও
আমি দুখী দুঃখ ঠেক
আর কিবা চাও ! (পূজালী, বজবজ)

প্রার্থনা

দিগম্বর দাশগুপ্ত

হে ঈশ্বর, এ প্রার্থনা কর মঞ্জুর
মুখে শুধু হাসি দাও, কান্নাকে করে তুমি দূর
আমাকে হাসতে তুমি দিও
বুকের কান্না যত, সব তুলে নিও।
দিয়ো না চোখেতে তুমি জল,
দেখিও না ভয় তুমি, দিয়ো বুকে বল।
দুঃখ জ্বালা বেদনাকে যেন
জয় করি যেন প্রকারেণ
জীবনে চলার পথে কাঁটা শত শত
সে কাঁটা পায়ে তে বঁধে ক্ষত বিক্ষত –
করে যদি, তবু যেন ফেলিনাকো জল চোখ হতে
হাসি মুখে পার হই, যত বাধা আসুক সে পথে !
যে কোন বিপদ এসে দেখাক যতই কিনা ভয়
তুড়ি মেরে হেসে আমি, করি যেন সে বিপদ জয়
ঊষ্ণ মরুর থেকে তুষারের হানা অতর্কিত
আমাকে না করে যেন ভীত
কিম্বা আগুনের হল্কা আগ্নেয়গিরির
লাগলেও গায়ে যেন হই না অস্থির !
মলিন কোরো না তুমি আমার মুখের হাসি কভু
আর কিছু চাই নাকো, এটুকুই প্রার্থনা প্রভু
(কলকাতা-৯০)

সেবক

নিতাই মৃধা

মানব সেবার শপথ নিয়ে ডাক্তার হয়েছিলাম
শপথ বাক্য ভুলে গিয়ে টাকার গোলাম হলাম।
*
স্বদেশ সেবার পূণ্যব্রতে আমি দেশের নেতা
আখের গোছাই আগে ভাগে ভুলে দেশের কথা।
*
জাতি গড়ার স্বপ্ন বুকে নিলাম শিক্ষকতা
ছাত্র-শিক্ষক আমরা যে আজ ক্রেতা ও বিক্রেতা।
*
দশের সেবক সেই যে আমি হলাম ব্যবসাদার,
ভেজাল কর্মের নিপুণতায় এখন ভেজালদার।
*
চাকরি পেয়ে হয়েছি আজ মস্ত অফিসার
সাহেব হয়ে নিচ্ছি সেলাম, বাঁ পকেট-ই সার।
*
সবাই মিলে মায়ের বুকে বসাই যে আজ ছুরি
দেশের কথা ভাবে আর ভাবের ঘরে চুরি।
(বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি, কোলকাতা-৮৪)

সুন্দর জীবন চেয়েছিলাম

সুচিত চক্রবর্তী

একটা সুন্দর জীবন চেয়েছিলাম
ভাগ্যের পরিহাসে সবই এলোমেলো।
গোলা পায়রার মত যাযাবর জীবন।
মাঝে মাঝে মনে হয়
নিজেকে শেষ করে ফেলি।
মৃত্যু কাপুরুষের লক্ষণ।

একটা সুন্দর প্রকৃতি চেয়েছিলাম
দূষণের যন্ত্রনায় আজ প্রকৃতিও জর্জরিত।
প্রকৃতিও আজ প্রতি পদে পদে
শিকার-এ বলি।
(সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫)

প্রতারণা

পলাশী মাল

হৃদয়ের ঘনত্ব বেড়েছে একটি স্রোতে
যে স্রোত কেউ জানে না কেবল মাত্র তুমি –
রঙে রঙে বসন্তের নবীন পল্লবিত পাতায়
স্থায়ী এ বিশ্ব রূপের একত্রে আমি।
টিলার পাশে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে নিছক অনুভূতি !
শাঁসে-জলে ভরা পরিপূর্ণ এ দেহ,
অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলে সেদিন।
সেই মুহূর্তখানি আজও রক্ত বহন করে নিয়ে যায়,
কল্পনার স্রোতে উত্তাল ঢেউ-এ,
আজ আর দেখিনা তোমাকে পাশে !
অন্য এক ডিঙিতে ডিঙিতে, রঙে রঙে খেলা
আমার এ প্রতারণা এ নিষ্ঠুরতা –
চোখে দেখব তুমি পুড়ে হচ্ছ ছাই !!
(আমতলা কন্যানগর, দঃ২৪পরগণা)

হয়তো সেদিন

সৌরভ দত্ত

যেদিন ফিরে তাকাবি, আমি হয়তো অনেক দূরে
তখন হয়তো চেখের জলে দূরবীনের কাঁচটা ঝাপসা
হারানো স্মৃতিগুলোতে আমার খোঁজে হাতড়ে বেড়াবি
আর সেই বটগাছটার নীচে পড়ে থাকা শুকনো পাতাগুলোয়
আমাদের ওই ক্ষণিক আলাপের গল্পগুলো পড়বে।

তুই নাগালের বাইরে যেতে চাইবি বার বার
তবু আমার অনুগত চোখ ভিড়ের মধ্যে
খুঁজে নেবে তোকে প্রতিবার।
কিন্তু মুক্ত এখন তুই সব পিছুটান থেকে
হাজার খুঁজেও তোকে পাবো না এবার

এই রাস্তা বড় কঠিন, হয়তো আঁধার ঘনিয়ে আসবে
তোর ক্ষীণ আলো কি পারবে আমায় পথ দেখাতে
প্রেম কি তখন তোকে দেবে ঢেকে !
তবু সূর্যের প্রথম আলোয় আমার আকাশ
বারে বারে খুঁজবে তোকে।

মেঘ হয়ে পারলে দেখা দিস্
বৃষ্টি হয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করব তোকে।
(কলকাতা)

ভয়

শর্মিষ্ঠা মাজি

আকাশ কালো ওড়না ঢাকা
নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা
রাজপথে পড়ে থাকা
রক্তমাখা মানুষরা

সুস্থ সমাজ গড়তে হলে
মিথ্যাচারের ঝুলি ফেলে
আলোর প্রদীপ জ্বালতে হবে।
যুব সমাজ জাগলে পরে
গোটা পৃথিবী উঠবে জেগে

জাতের বিচার ভুলে গিয়ে
শান্তি-বার্তা পথে পথে
আঁধার নামে নিঃশব্দে
উদ্দীপনায় ভরবে সমাজ
বিশ্ব ঐক্য শান্তির মায়ায়।
(বাঘা যতীন, কলকাতা-৩২)

মানুষের বিবর্তন

গোবিন্দ পাল

একদল মানুষ খুঁজে পেল অন্য দল-কে
ভাষাহীন হট্টগোল অজানা শব্দে চীতকার
সাময়িক সংঘর্ষ তারপর সখ্যতা

আপ্যায়ন পোড়ানো পশু মাংসে
একদল শিখল দেহাবরণ অন্যদল হাতিয়ার।
আবার দলে দলে বিভক্ত যাযাবরী জীবন
একদল পাহাড় পাদদেশে অন্যদল মরু
একদল বরফ দেশে অন্যদল জঙ্গলে সমতল।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল মানুষগুলোর
আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেহে অবয়বে মগজে
সাজসজ্জা বাসগৃহে সর্বত্র ঘটেছে বিবর্তন
মানুষ এখন চাঁদে মঙ্গলে গ্রহান্তরে।
(শিববাড়ী বাজার, রাজীবপুর, দঃ দিনাজপুর)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

আই লিগের পর হাতছাড়া ফেড কাপও

মহানদীর তীরে নৌকাডুবি বাগানের

অরিঞ্জয় মিত্র

আই লিগের পর ফেড কাপ। পাহাড়ের খাদে সলিল সমাধির পর এবার মোহনবাগানের নৌকাডুবি হল মহানদীর তীরে। অথচ মাত্র কদিন আগেই এএফসি কাপের ম্যাচে এই বেঙ্গালুরুকেই ঘরের মাঠে ৩–১ হারিয়েছিল বাগান। অবশ্য সেখানে হাজির ছিল না বেঙ্গালুরুর প্রথম লাইন আপ। বাগানের সনি নর্ডি বা ড্যারেল ডাফিরাও ছিলেন না সেদিন। তাও বলবন্ত–কাতসুমিরা হারিয়ে দেয় বেঙ্গালুরুকে। তারই মধুর প্রতিশোধ এদিন বারবাটি স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ করল বেঙ্গালুরু এফসি। তরতাজা বিনীথরা একাই খেয়ে ফেলল বাগানের যাবতীয় প্রতিরোধকে। অথচ সারা বছর সবুজ–মেরুন যে পারফরমেন্স তুলে ধরেছে তাতে আই লিগ আর ফেড কাপ তাদের ঝুলিতেই যাওয়ার কথাই ছিল। অথচ আইজল–বেঙ্গালুরু এসে বাগানের সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। বেঙ্গালুরুর কাছে ফেড কাপ হারানো আরও বেশি আক্ষেপের এই কারণেই যে এদেরই নাস্তানাবুদ করেছে বাগান বারংবার। তাছাড়া আই লিগে বেঙ্গালুরু তো ফিফথ বয় হয়েছে। তাদের কাছে এই হার কিছুতেই মানতে পারছেন না আদ্যন্ত বাগানীরা।

তাও গত ৩–৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের এই লাগাতার সাফল্যের পিছনে এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের চাগাতে সাহায্য করছে। বিদেশি নির্বাচনেও মোহনবাগান কর্তাদের তৎপরতা সবুজ–মেরুনকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। সনি নর্ডি, কাতসুমি ইউসারা তো পুরো পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে বাগান শিবিরে। ব্যারেটোর পর সনি ও কাতসুমির মধ্যে যে ক্লাব প্রেম ও আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে তা চট করে ময়দানে দেখা মেলে না। ড্যারেল ডাফি ও এডুয়ার্ডোও এই টিমের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে

নিয়েছেন। পাশাপাশি জেজে ও বলবন্তের মতো ভারতীয় তারকা দলকে আরও মাইলেজ এনে দিয়েছে। আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাগান গত ৩–৪ বছরে দেশের সেরা টিম হয়ে উঠেছে। আরও একটা ব্যাপারে দলের পক্ষে যাচ্ছে। তাহল অহেতুক দল গঠনের ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট বা কর্তারা নাক গলাচ্ছেন না (যেটা ইস্টবেঙ্গলে এখন প্রায়শই ঘটছে)। ফলে সঞ্জয় সেন অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়ে দল পরিচালনা করতে পারছেন।

সেই সাজানো বাগানেই এখন অশান্তির আঁচ দেখা দিয়েছে। ফেড কাপ ফাইনালে হারের পর গোছানো সংসারটাই যেন তছনছ হয়ে গিয়েছে। বকলমে ঝামেলা লেগে গিয়েছে সনি নর্ডির সঙ্গে সঞ্জয় সেনের। দুই 'স'য়ের ঝামেলায় বাগান ম্যানেজমেন্টও ব্যতিব্যস্ত। কোচ হিসাবে সঞ্জয়ের পারফরমেন্স মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তা তিনি দলকে ট্রফি দিতে না পারলে কি করা যাবে। আবার সনি নর্ডির মোহনবাগানের হয়ে সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এও বলা হচ্ছে ক্লাব প্রীতির ব্যাপারে সনি অনেকটা ব্যারেটোর মতো। এহেন মোহন–অন্তপ্রাণ সনির সঙ্গে সঞ্জয়ের বিবাদ তাহলে কী নিয়ে?

গড়ের মাঠের সূত্র বলছে আসলে সনির প্রতি এতটাই ফোকাস পড়ছে যা হয়তো সহ্য হচ্ছে না সঞ্জয়ের। পক্ষান্তরে আবার এও বলা যায় সঞ্জয়কে মানতে পারছেন না সনি। এই ইগোর লড়াইয়ের প্রতিফলনেই বাগান আই লিগ–ফেড কাপ হাতছাড়া করল কিনা তা নিয়ে বাড়ছে জল্পনা। পরের বারের জন্য দল গড়তেও তো তাহলে সমস্যা তৈরি হবে সবুজ–মেরুন শিবিরে।সনির সঙ্গে সঞ্জয় থাকবেন কিনা সন্দেহ। হয়তো এদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দিতে হবে বাগানকে। অথচ ফুটবলার হিসেবে সনি যদি এই মুহূর্তে বাগানের সেরা হন (দেশে খেলা বিদেশিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বটে) তাহলে সঞ্জয় সেনও অন্যতম সেরা ভারতীয় কোচ। অবশ্য ময়দানে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে সামনের বছর বাগান কোচ হতে পারেন ট্রেভর জেমস মর্গ্যান বা খালিদ জামাল। সঞ্জয় সেনকে দেখা যেতে পারে লাল–হলুদের দায়িত্বে।

বাসন্তীতে নকআউট ফুটবল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ১৬ দলের এক নকআউট ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীর ১০ নম্বর আমঝাড়াতে। গত রবিবার ১০ নম্বর মহাপ্রভু আদিবাসী সৎ সংঘ আয়োজিত নকআউট ফুটবল খেলার সূচনা করেন সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিস বৈরাগী, ডাঃ বিনোদ চন্দ্র মাঝি, শুভঙ্কর সরদার, প্রিয়তোষ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের ফুটবল খেলা দেখার এবং খেলার প্রতি আগ্রহ থাকলেও আর্থিক অনটনের জন্য কলকাতা সহ অন্যান্য স্থানে খেলা দেখতে কিংবা খেলতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধারণ মানুষ যাতে সুস্থভাবে ফুটবলকে উপভোগ করতে পারেন তার জন্য ১০ নম্বর মহাপ্রভু আদিবাসী সৎ সংঘ এই প্রথম নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। ফাইনাল টাইব্রেকারে গড়ায়। জয়ী হয় ১০ নম্বর কমলেশ একাদশ এবং রানার্স হয় বাসন্তী আইটিআই কলেজ। জয়ী এবং রানার্স দলকে নগদ ৭০ ও ৬০ হাজার টাকা এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। মহাপ্রভু সৎসংঘের সভাপতি দেবনাথ রায় জানান সকলের সহযোগিতা পেলে আগামী দিনে আরও বড় মাপের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে সক্ষম হব। উল্লেখে খেলা দেখতে আসা দর্শকদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়ার মতো।

আইপিএল ঘরে তুলল মুম্বই

কমল নস্কর : ফেডারেশন চলে গেল বেঙ্গালুরুতে, আর আইপিএল গেল মুম্বইতে। অথচ ফুটবল ও ক্রিকেটের দুই রত্নখচিত টুর্নামেন্ট ফেড কাপ ও আইপিএল–১০ জেতার সুবর্ণ সুযোগ ছিল কলকাতার কাছে। তা হেলায় হারাল মোহনবাগান ও কলকাতা ও নাইট রাইডার্স। যেভাবে কলকাতার দলটি হায়দরাবাদকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল মুম্বইয়ের সঙ্গে জোর লড়াই দেবে কেকেআর। অথচ মুম্বইয়ের কাছে একরকম আত্মসমর্পণ করল কেকেআর। নীতা আম্বানীর দলের কাছে শাহরুখের টিমের এই হারের যন্ত্রণা ভুলতে পারছেন না তামাম কেকেআর সমর্থক। কলকাতাকে হারাবার মধ্যেই যে তাদের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ ছিল তা স্বীকার করছে মুম্বই ম্যানেজমেন্টও। ফাইনালে মহারাষ্ট্রের দুই দলের লড়াইয়ে ধোনি–স্মিথের পুনেকে মাত্র ১ রানে হারিয়ে দশম আইপিএল জিতে নিল রোহিত শর্মার মুম্বই। ফাইনালে যে এত কম রানের লড়াই হবে তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল। অজি পেসার জনসনের শেষ ওভারটাই কেড়ে নিল পুনের প্রথমবারের জন্য আইপিএল জেতার স্বপ্ন। তৃতীয়বারের জন্য আইপিএল ঘরে তুলল মুম্বই।

এবারের আইপিএলে কলকাতার পাশাপাশি নজর কেড়েছেন পাঞ্জাবের হাসিম আমলা, হায়দরাবাদ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার (যিনি গত ভারত–অস্ট্রেলিয়া সিরিজে চূড়ান্ত অফ–ফর্মে ছিলেন), মুম্বইয়ের বুমারহ, হরভজন, পুনের অধিনায়ক স্মিথ, ধোনি প্রমুখ।অন্যদিকে দেখুন এবারের আইপিএলে দল হিসাবে কেকেআর এর থেকে শক্তিশালী ব্রিগেড অনেকেই গড়েছে। এই যেমন বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্স। কে নেই তাদের দলে। খোদ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অধুনা সুপার স্টার বিরাট কোহলি, টি–২০ বিশ্বজয়ী ক্রিস গেইল, বিশ্ব ক্রিকেটে বোলারদের ত্রাস বলে পরিচিত ডেভিলিয়ার্স এবং আরও অনেকেই। অথচ সেই বেঙ্গালুরু এবারের আইপিএলে রীতিমতো খাবি খেল।অধিনায়ক কোহলি ও সহ–অধিনায়ক ডিভিলিয়ার্সের মধ্যে মতানৈক্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন অনেকেই। ক্রিস গেইলও ছিলেন কুৎসিত ফর্মে। এসব কারণেই বেঙ্গালুরু এবারের আইপিএলের লাস্ট বেঞ্চার্স হয়ে উঠল।

যদিও আইপিএল আছে সেই আইপিএলেই। হাজার

রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল–এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি–২০ তে। এহেন ভারতে টি–২০–র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা,দিল্লি, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি–বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে।

এরই নাম টি–২০ ক্রিকেট। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন–এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ রয়েছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। তার মধ্যেও ব্র্যাভোর নাচ আলাদা করে নজর কেড়েছে সকলের। বিশেষ করে মুম্বইয়ের তাবড় হিরো হিরোইনদের সঙ্গে নাচ এবং অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়া বোধহয় ক্যারিবিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব। বাল্লে বাল্লে নাচ যেমন এখনও বহু বিয়েশাদিতে পরিবেশিত হয় তেমন আগামী দিনে ডিজের সঙ্গে ক্যালিপসো ডান্স দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কালারিপাই চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার প্রিয়াংশু

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বুধবার সকালে সোনার মেডেল নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরলেন প্রিয়াংশু দাস। কেরালা রাজ্যের কাননুর স্টেডিয়ামে ১২–১৪ মে ন্যাশনাল কালারি পাই টু চ্যাম্পিয়ন সি ইন্ডিয়া ২০১৭–তে বাংলার হয়ে সাব জুনিয়র–এ অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয় প্রিয়াংশু দাস। জুনিয়র, সাব জুনিয়র, সিনিয়র এই তিনটি বিভাগে বাংলা, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি অংশগ্রহণ করে। বাংলার হয়ে ১৫ জন খেলোয়ার এই ন্যাশনাল কালারি টু চ্যাম্পিয়ন সি ইন্ডিয়া ২০১৭ অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে বাংলার ১৪ জন মেডেল পায়। তবে সাব–জুনিয়র বিভাগে সবাইকে পরাস্ত করে সোনার মেডেল তুলে নিয়ে বাংলার হয়ে ১২ বছরের প্রিয়াংশু দাস। সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামের ভাঙাচোরা খড়ের বাড়িতে বসবাস করে প্রিয়াংশু দাস। তারা দীপঙ্কর দাস ক্যানিং ফেরিঘাটের ফুটপাতের রাস্তায় বসে ফল বিক্রি করে কোনওমতে সংসার চালায়। প্রিয়াংশুর মা বনশ্রী দাস, দিদি প্রিয়া দাস। প্রিয়াংশু ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পঠন পাঠন করে। ২০১২ সালে ক্যানিং অমর সংঘে স্নেহাশিস দাসের কাছে প্রিয়াংশুর প্রথম ক্যারাটে প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু। এরপর ২০১৫ সালে কলকাতার টালাপার্ক ও দেশবন্ধু পার্কে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন পরেশ মিশ্রা, আপসার মেহমুদ, রনজয় শর্মার কাছে। তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করে প্রিয়াংশু দাস সোনার মেডেল জয় করে শুধু সুন্দরবনের ক্যানিং নয়, তথা বাংলা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন। আগামী ২০১৮ সালের মে মাসে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক

কালারি পাই টু চ্যাম্পিয়ন। সেখানে পৃথিবীর প্রায় ১৫টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। আর ভারতের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন প্রিয়াংশু দাস। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে প্রিয়াংশুর বাবা দীপঙ্কর দাস ও মা বনশ্রী দাস ভোর ৩টের সময় ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতেন প্রিয়াংশুকে কলকাতায় প্রশিক্ষণের জন্য। ফল বিক্রেতা দীপঙ্কর দাসের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই প্রিয়াংশুর পরিবারের সদস্যরা চিন্তায় পড়েছে কি করে পাঠাবে আগামী বছর শ্রীলঙ্কায় অংশগ্রহণ করার জন্য। যেটুকু অর্থ দরকার তা এখনও পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেননি তারা। প্রিয়াংশুর বাবা বলেন, প্রিয়াংশু শুধু সুন্দরবন, ক্যানিং নয়, বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে সোনার মেডেল পেয়ে। ছোট থেকে প্রিয়াংশু কালারি পাই টু করতে ভালবাসে। ছেলের ইচ্ছা শক্তি দেখে পড়াশুনার সাথে সাথে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের দরদী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যাতে তিনি এ বিষয়টি দেখেন। আর যাতে আর্থিক সুযোগ সুবিধা পায় প্রিয়াংশু। তাহলে খুবই উপকৃত হব। ২০১৮ সালে মে মাসে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে দেশের হয়ে অংশগ্রহণ করবে প্রিয়াংশু। প্রিয়াংশুর শিক্ষাগুরু পরেশ মিশ্র বলেন সুন্দরবনের ক্যানিং বিদ্যাধরী গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়াংশু দাস খুবই প্রতিভাবান।

এবার কেরলে ন্যাশনাল কালারি পাই টু চ্যাম্পিয়ান সি ইন্ডিয়া ২০১৭ সাব জুনিয়ারে সোনার মেডেল পেয়েছে প্রিয়াংশু দাস বাংলার হয়ে। 'কালারি' শব্দের অর্থ গুরু। আর 'পাই টু' শব্দের অর্থ শিক্ষা দেওয়ার স্থান। ভারতের আর্মি, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং বাংলায় পুলিশ লাইনে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রাচীন কালে ঋষি মুনি তারা এই প্রশিক্ষণ দিতেন। যা মাদার অব মার্শাল। তিনি আরও বলেন ২০১৮ সালের মে মাসে শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক কালারি পাই টু চ্যাম্পিয়ন সি হবে। প্রায় ১৫টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। ভারতের হয়ে অংশগ্রহণ করবে বাংলার প্রিয়াংশু দাস। আর্থিক বিষয়ে রাজ্যে ক্রীড়া দফতরে জানানো হবে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে যেভাবে প্রিয়াংশুকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার বাবা–মা তাদেরকে আমি প্রণাম জানাই। আগামী দিনে প্রিয়াংশুর মতন আরও ছেলে মেয়েরা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসেছে বাংলার তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক। এ দিন সকালে ক্যানিং–এ নেমে চ্যাম্পিয়ন সোনার মেডেল জয়ী প্রিয়াংশু দাস বলে, আর্মিতে কাজ করবো। দেশের সেবায় ব্রতী হবো। আর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মন দিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। বিদ্যাধরী পাড়ার গ্রামবাসীরা প্রিয়াংশুকে দেখতে ভিড় জমায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়তে আনন্দে মেতে ওঠে ক্যানিংবাসী।

শ্রীরামপুর স্টেডিয়ামে ক্যারাটো–ডো

রিম্পি ঘোষ: গত ১৪ মে শ্রীরামপুর ষ্টেডিয়ামে জাপান শটোকান ক্যারাটে–ডো কানিনজুকো অর্গানাইজেশন (পঃবঃ)–র উদ্যোগে ও শ্রীরামপুর সাবডিভিশনাল টেনিস ক্লাবের সহযোগিতায় দ্বিতীয় হুগলি জেলা আন্তঃ মহকুমা আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে–ডো চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০টিরও বেশি বিভাগে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের রাজ্যের একমাত্র মহিলা বিচারক মৌমিতা চক্রবর্তী, আয়োজক সংস্থার প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও টুর্নামেন্ট সেক্রেটারি দেবাশিস দাস। গত বছর থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে হুগলির বিভিন্ন ক্লাব থেকে। সংগঠকরা জানালেন এর মাধ্যমে ক্যারাটের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েরাও খুশি।

বৈদ্যবাটীতে ভেটারেন্স ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওরা সকলে ভেটারেন্স ফুটবলার। তাদের নিয়ে চল্লিশ উর্দ্ধ প্রবীণদের পরিচালনায় বৈদ্যবাটী স্টেশনের পাশেই বান্ধব সমিতির মাঠে গত ১৩ মে তৃতীয় বার্ষিক আমন্ত্রণমূলক ১৬টি দলের সেভেন সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। মাঠের তিন প্রধানের বহু বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলারকে এই টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত নাগ (সুব্রত) জানালেন, কলকাতা ফুটবলে এখন আর সেদিন নেই। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে সেই আবেগ। এখনকার প্রজন্ম কলকাতা ফুটবলের চেয়েও আগ্রহী বিদেশি ফুটবলে। চেলসি বা ম্যাঞ্চেস্টারের তারকাদের নাম তাদের কণ্ঠস্থ। তৃণমূলস্তর থেকে বাঙালি ফুটবলার উঠে না আসার কারণেই ময়দানে এত বিদেশি ফুটবলারের রমরমা।

এই ফুটবলার তৈরিতে ক্লাবগুলিকে বড় ভূমিকা নিতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু ক্লাবগুলিতে কেবলই সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ছায়া। ফুটবলটাই যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে। প্রথম দিকে বৈদ্যবাটী বান্ধব সমিতির মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বর্তমানে মোহনবাগানের খেলোয়াড় সঞ্জয় বালমুচি ও পুনে এফসির খেলোয়াড় রনি। ফাইনাল ম্যাচ আগামী ৪ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

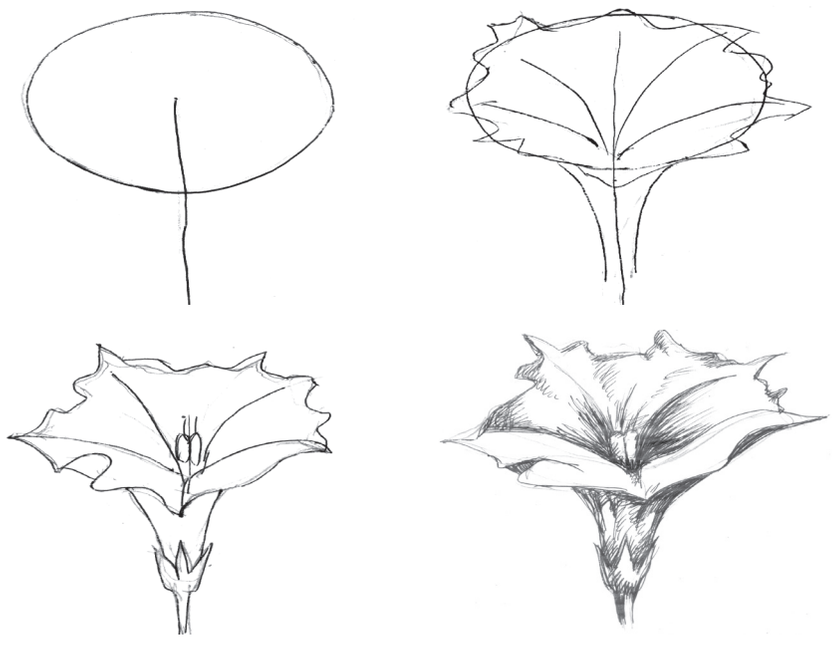

ধাঁধা

তিন অক্ষরের নাম যার,
সর্বলোকে খায়,
গল্প গাথা অলঙ্কারে
সেজে থাকে কাগজের পাতায়।

ধাঁধা পাঠিয়েছেন মেখলা সরকার

গত সংখ্যার উত্তর : মেঘ

উত্তর পাঠিয়েছেন উত্তর কলকাতার বরাহনগর থেকে সোমনাথ দাস, অষ্টম শ্রেণি

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের–এর মাধ্যমে ২৭ মে থেকে ২ জুন–এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

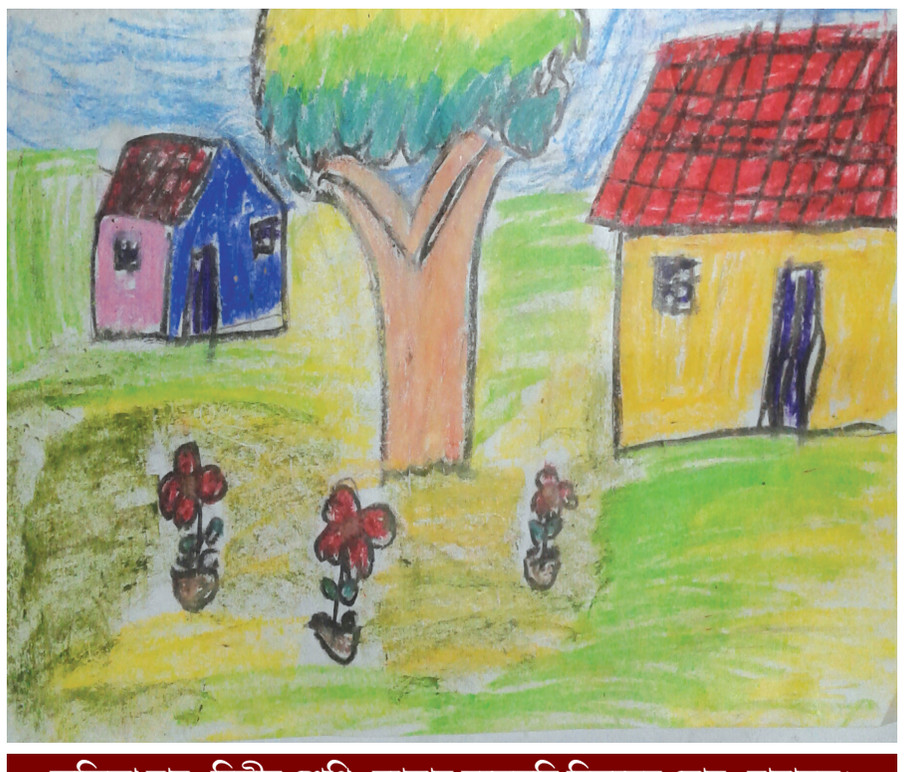

অস্মিতা রায়, দ্বিতীয় শ্রেণি, ম্যাডাম মন্তেসরি চিলড্রেন হোম, বারাসত।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com